এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ

৩ শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে বহুতল পার্কিং তৈরিতে উদ্যোগ রাজ্যের
বিধানসভার শৌচাগার থেকে উদ্ধার ক্যান্টিন কর্মীর দেহ ৩

কলকাতা ৩ নভেম্বর ২০২৬ ১৬ কার্তিক ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ১৪১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.11.2026, Vol. 20 Issue No. 141, 8 Pages, Price 3.00

গণতন্ত্র রক্ষায় কলকাতায় মহামিছিল, হায়দরাবাদে শাহি মিছিল

‘এই অরাজকতার জবাব দেবে দেশ’

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরোধী দলগুলি ভোটে পরাজয়ের দায় নিজেদের ব্যর্থতার বদলে নির্বাচন কমিশন, ইভিএম এবং বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। তাঁর দাবি, দেশের মানুষ এই ‘অরাজক রাজনীতি’র জবাব গণতান্ত্রিক পথেই দেবে এবং ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের প্রত্যাখ্যান করবে।

> আজকের উৎসাহ প্রমাণ করে পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত স্বাধীনতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এবার উন্নয়নের নতুন অধ্যায় শুরু হবে এবং বাংলা বিকশিত ভারতের অভিযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।
> — নীতিন নবীন

রবিবার কলকাতায় বিজেপির ‘গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও’ পদযাত্রার শেষে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে নীতিন নবীন বলেন, বিরোধী দলগুলি নির্বাচনে হারলেই নির্বাচন কমিশন ও ইভিএমের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অথচ যে রাজ্যগুলিতে তারা জয়ী হয়, সেখানে সেই একই নির্বাচনী ব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রের বিজয় বলে প্রচার করে। তাঁর কথায়, ‘এই দ্বিচারিতা দেশের মানুষ বুঝে গিয়েছে।’

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে নিশানা করে বিজেপি সভাপতি দাবি করেন, জনগণের আস্থা অর্জনের পরিবর্তে তিনি নিজেদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা ঢাকতে নানা অজুহাত খুঁজছেন। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া অনুপ্রবেশকারীদের উপর নির্ভর করেই নির্বাচনী লড়াইয়ের কৌশল তৈরি করতে চেয়েছিল কংগ্রেস। একজন বিরোধী দলনেতার এমন মানসিকতা শুধু দেশের জন্য নয়, বিরোধী রাজনীতির পক্ষেও ক্ষতিকর বলে মন্তব্য করেন তিনি। নীতিন নবীনের বক্তব্য, দেশের মানুষ ধারাবাহিকভাবে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলির রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করছে। সেই প্রবণতা আগামী ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও অব্যাহত থাকবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষের আস্থা হারানোর কারণেই বিরোধীরা আজ রাজনৈতিকভাবে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।



দুর্নীতি-তোষণ-পরিবারতন্ত্র টেকাতে বিরোধীদের জোট

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা ‘গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হঠাও’ মিছিল শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধীদের নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘দুর্নীতি থেকে বাঁচার জন্য। জেলে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্য। পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্য। আর তোষণের রাজনীতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য যারা এক হয়েছে, তাদের বলে রাখি, ভারতীয় জনতা পার্টি ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২ কোটি ৯২ লক্ষ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে। আর এসআইআর মানে, অনুপ্রবেশকারী

খোঁচা শুভেন্দুর

হঠাও, ভারত বাঁচাও। তাই আজকে এরা অরাজকতা তৈরি করতে চাইছে।’ধর্মতলার সভা থেকে শুভেন্দু জানান, সোমবার ‘অনুপ্রবেশকারী ভাগাও’ স্লোগান তুলে কলকাতার রাজপথে নেমেছে বিজেপি। এই কর্মসূচিতে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের সমাবেশ হয়েছে। দুর্নীতি, পরিবারবাদ ও তোষণের রাজনীতিকে টিকিয়ে রাখতেই বিরোধীরা এখন একত্রিত। কিন্তু জনতার সমর্থন বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ২ কোটি ৯২ লক্ষ ভোট পেয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি।

বাংলায় দিদি সাফ, হুলে বিদ্ধ রাহুলও

অমরাবতী, ২ নভেম্বর: রবিবার ‘ভোটচুরি’ ইস্যু এবং জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে দিল্লির রামলীলা ময়দানে সমাবেশ করে ‘ইন্ডি’ জোট। তার একদিন পরই সোমবার হায়দরাবাদে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের বিঁধলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বলেন, ‘ভোট বাঁচাও নয়, বিরোধীদের মিছিলের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশি ঘুসপেটিয়া বাঁচাও।’ একইসঙ্গে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘পশ্চিমবঙ্গে দিদির সুপরা সাফ হয়ে গিয়েছে।’



সোমবার জনসভা থেকে শাহ বলেন, ‘কংগ্রেস যে ভোট বাঁচাও মিছিল করেছে, সেটি আসলে অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষার জন্য মিছিল। রাহুল গান্ধি এবং মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি সমস্ত চেষ্টাই বিফলে যাবে। ২০১৯ সালেও আমরা জিতেছি, তখন তো এসআইআর হয়নি। তাহলে কীভাবে আমরা জিতলাম।’ বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন, ‘এসআইআর ও ইভিএম নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত।’

এদিন কংগ্রেস সাংসদকে তোপ দেগে শাহ প্রশ্ন করেন, যদি ইভিএম-এ কারচুপি হত, তাহলে তেলঙ্গানায় কংগ্রেস কীভাবে জিতল? কেরলেও কীভাবে সরকার গড়ল হাত শিবির? তিনি সাফ জানান, বিরোধীরা যে ১৩ কোটি ভোটার মুছে ফেলার অভিযোগ এনেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরপরই তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, মৃত ব্যক্তিদের ভোট তালিকা থেকে বাদ দেওয়া উচিত কি না? তাঁর কথায়, ‘জিতলে মানুষ জিতিয়েছে, হেরে গেলে ইভিএমের দোষ। রাহুল নকল সংসদে নকল প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন।’ তাঁর কথায়, ‘কংগ্রেস গোটা দেশ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তাদের দশ বছরের শাসনকালে ১২ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে, অথচ নরেন্দ্র মোদীর জমানায় দুর্নীতির একটি অভিযোগও ওঠেনি।’ অন্যদিকে, মমতাকে নিশানা করে শাহ বলেন, ‘‘বাংলায় তৃণমূল সাফ হয়ে গিয়েছে। দিদির ‘সুপরা সাফ’ হয়ে গিয়েছে।’’

উল্লেখ্য, রবিবার ‘ইন্ডি’ জোটের সমাবেশ থেকে রাহুল দাবি করেন, এসআইআরের মাধ্যমে সাড়ে ১৩ কোটি ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রতি সাতজন ভোটারের মধ্যে একজন বাদ পড়েন। এই হিসাবে ২০২৪ সালের এনডিএ-র জয়কে মিথ্যা বলে অভিহিত করেন কংগ্রেস নেতা। তিনি পরিসংখ্যান দেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ’র সঙ্গে ইন্ডি জোটের ভোট পার্থক্য ছিল মাত্র ৩ শতাংশ। সেই হিসাবে ২০২৪-এ এনডিএ তথা বিজেপির, নরেন্দ্র মোদীর পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হওয়াকে বেআইনি বলে দাবি করেন রাহুল। রাহুলের সেই দাবির প্রেক্ষিতেই এদিন সরাসরি অলআউট আক্রমণ শানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

EASTERN REGION
[Under Seva Sankalp Abhiyan]
Bihar • Jharkhand • West Bengal
सत्यमेव जयते

সেবা ফার্স্ট ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ
sficeast.wb.gov.in
আপনার উদ্ভাবনী ক্ষমতা গড়ে তুলুক বিকশিত ভারত





পুরস্কার মূল্য
জেলা স্তর
সাধারণ বিভাগ (উন্মুক্ত) | জুনিয়র বিভাগ
প্রথম পুরস্কার ৩ লক্ষ টাকা | প্রথম পুরস্কার ২ লক্ষ টাকা
আঞ্চলিক স্তর
প্রথম পুরস্কার ৫০ লক্ষ টাকা
*শর্তাবলী প্রযোজ্য।
অংশগ্রহণের শেষ তারিখ
২০ নভেম্বর ২০২৬
আজই রেজিস্টার করুন
রেজিস্ট্রেশনের জন্য স্ক্যান করুন
#Seva #Innovation #YoungIndia4ViksitBharat
আপনার উদ্ভাবন বদলে দিক সবার জীবন
আজকের উদ্ভাবন • আগামীর রূপায়ণ
ICA-D1671(19)/2026

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Usha Agarwal, W/o Rajendra Kumar Agarwal, resident of Flat - 5F, 997/1 Dakshindari Road, Lake Town, South Dumdum (M), North 24 Parganas, Post Office - Sreebhumi, Police Station - Lake Town, West Bengal - 700048 do hereby declare that I have changed my name from Usha Agarwal to Usha Debi Agarwal and henceforth I shall be known as Usha Debi Agarwal in all purpose, vide affidavit no. 27 dated 31.10.2026 sworn before the Notary Public at **Kolkata**, Usha Agarwal and Usha Debi Agarwal both are same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 02/11/2026 তারিখে S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 18427 নং এফিডেভিট বলে আমি Jabbar Mallick (old name), S/o. Ayaziddin Mallick, R/o. Bandar, Krishnanagar, Jangipara, Hooghly-712404, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Jabbar Mallick নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Abdul Jabbar Mallick (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Abdul Jabbar Mallick & Jabbar Mallick S/o. Ayaziddin Mallick, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার স্ত্রী Selima Bibi Mallik & Salima Mallick Khatun একই ব্যক্তি।

জন্ম তারিখ

আমি **শ্রীমতি রেখা মন্ডল**, স্বামী প্রভাত মন্ডল, পিতা সন্তোষ বাছাড়, ঠিকানা-আগারহাটি, সন্দেশখালী উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩২৯, বিধাননগর নোটারি পাবলিক সমীপে ২৫ মে ২০২৬ তারিখে হলফনামা দাখিলবলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত জন্ম তারিখ **১/১/১৯৮৮** কিন্তু ভুলবশত গাগরামারী ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শংসাপত্রে ২/৩/১৯৮৭ এবং গোপালপুর ২ নং পঞ্চায়েত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট জন্ম তারিখ ১৭/০১/১৯৮৪ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড সরকারি নথিতে জন্ম তারিখ **১/১/১৯৮৮**।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **সন্ধ্যা রানী ঘোষ ওরফে সন্ধ্যা ঘোষ**, স্বামী বাসুদেব ঘোষ, সাকিম সেখপুকুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়া বিগত ইং ৩০/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-04490/2025** নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাকে **(মহঃ সামিম**, পিতা মহঃ সেলিম, সাকিম পাণ্ডুয়া পশ্চিম বালিহাট্টা, পাণ্ডুয়া, হুগলী, পিন-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৯/০৭/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-03636/2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **রূপা বৈরাগী**, পিতা সুরজ লাল বৈরাগী, সাকিম সোনার গ্রাম নামাজগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা নমাজগ্রাম, ১০৪ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৬২ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৭১/১২৭১ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ৪৫ শতক মধ্যে ০.৫০০১ অংশে ২৩ শতক, **ইহার** মধ্যে ৭.১৬৫ শতক তন্মধ্যে **১৬৭২.৪২ বর্গফুট বা ২ কাঠা ৪ ছটাক ৭.৪২ বর্গফুট বা ৩.৭৩৬ শতক** সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **রূপা বৈরাগী**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর. ও **পাণ্ডুয়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। **ইতি- মহঃ সামিম, আমমোক্তার**

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়,পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন-৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ-৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১
পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় ২৯টি নতুন মহিলা থানা গঠনের প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নারী সুরক্ষার পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় ২৯টি নতুন মহিলা থানা গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। চলতি বছরের পূর্ণাঙ্গ বাজেটে প্রতি মহকুমায় একটি করে মহিলা থানা তৈরির যে ঘোষণা করা হয়েছিল, তারই বাস্তবায়নের পথে এগোল নবান্ন। গত ৩০ অক্টোবর এ সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর নতুন থানাগুলি গড়ে তোলার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, বিগত সরকারের আমলেই রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে মহিলা থানার সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ২০২৩ সালের নভেম্বরে ১৬টি মহকুমায় ২০টি নতুন মহিলা থানা তৈরির প্রস্তাব পাঠানো হলেও তা কার্যকর হয়নি। সরকার পরিবর্তনের পর সেই পরিকল্পনাকে আরও বিস্তৃত করে মহকুমাভিত্তিক মোট ২৯টি নতুন মহিলা থানা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৪০টি মহিলা থানা রয়েছে। নতুন ২৯টি থানা চালু হলে নারী নির্যাতন, গার্হস্থ্য হিংসা, যৌন অপরাধ এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য বিশেষায়িত পুলিশি ব্যবস্থার পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রশাসনের আশা।

জেলা ভিত্তিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব বর্ধমানে সবচেয়ে বেশি তিনটি করে মহিলা থানা গড়ে উঠবে। দার্জিলিং, হুগলি, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়ায় দুটি করে নতুন মহিলা থানা হবে। এছাড়া বাঁকুড়া, বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম



মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তর দিনাজপুরে একটি করে মহিলা থানা তৈরি করা হবে।

নতুন থানাগুলি গড়ে উঠবে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, বীরভূমের রামপুরহাট, কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ, তুফানগঞ্জ ও মাথাভাঙা, দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর, দার্জিলিংয়ের কার্শিয়াং ও মিরিক, হুগলির চুঁচুড়া ও চন্দননগর, জলপাইগুড়ির মালবাজার ও ধূপগুড়ি, মালদার চাঁচল, মুর্শিদাবাদের ডোমকল, কান্দি ও লালবাগ, নদিয়ার কল্যাণী ও তেহট্ট, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল, পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান সদর দক্ষিণ, কালনা ও কাটোয়া, পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা ও তমলুক, পুরুলিয়ার ঝালদা ও মানবাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ এবং উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে। নতুন মহিলা থানা চালু হলে পুলিশ বাহিনীতেও নিয়োগের সুযোগ বাড়বে। প্রস্তাব অনুযায়ী, প্রতিটি থানায় একজন করে ইন্সপেক্টর, ছয় থেকে সাত জন সাব-ইন্সপেক্টর, আট জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর এবং ২০ জন মহিলা কনস্টেবল নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ মহিলা থানায় তিন জন সাব-ইন্সপেক্টর, পাঁচ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর এবং ১০ জন মহিলা কনস্টেবল কর্মরত রয়েছেন। ফলে নতুন কাঠামোয় কর্মীসংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ করা হচ্ছে। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের জন্য সহজলভ্য ও বিশেষায়িত পুলিশি পরিষেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং তদন্তের গতি বাড়াতেই এই পদক্ষেপ। একই সঙ্গে নতুন থানাগুলি চালু হলে স্থানীয় স্তরে নারী সুরক্ষা সংক্রান্ত পুলিশি নজরদারিও আরও জোরদার হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পরিবহণমন্ত্রীকে নতুন ভাড়ার খসড়া পাঠাল মালিক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যে বেসরকারি বাসের ভাড়া বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের কাছে নতুন করে দাবি জানাল বাস মালিকদের সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটস'। সোমবার রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংকে একটি চিঠি পাঠায় 'জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটস'। এই চিঠিতে কলকাতায় ন্যূনতম বাসভাড়া ১৮ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়। এই চিঠিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে আবেদন জানান হয় যে, ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যে সরকারিভাবে বেসরকারি বাসের ভাড়া আর বাড়ানো হয়নি। দীর্ঘ সময় ধরে ভাড়া না বাড়ার কারণে বাস মালিকদের প্রতিনিয়ত বিপুল আর্থিক লোকসানের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এর ফলে রাস্তাঘাটে বাসের সংখ্যাও ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এর আগে পুজোর আগে পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে বাস মালিকদের একটি বৈঠক হয়, যেখানে পুজোর পরে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। সেই আলোচনার সূত্র ধরেই সোমবারে এই ভাড়ার খসড়া তালিকা মন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হল। নতুন এই প্রস্তাবিত তালিকায় কলকাতার সাধারণ বাসের ক্ষেত্রে প্রথম ৪ কিলোমিটারের জন্য ১৮ টাকা ভাড়া নির্ধারণের দাবি করা হয়েছে। বাসে ওঠার পর এই ৪ কিমি পার হলে দূরত্ব অনুযায়ী ভাড়া আরও বাড়তে থাকবে। প্রস্তাবিত তালিকাটি অনুযায়ী,

৪ থেকে ৬ কিমি ২০ টাকা
৬ থেকে ৮ কিমি ২২ টাকা
৮ থেকে ১২ কিমি ২৪ টাকা
১৬ থেকে ২০ কিমি ২৮ টাকা
২০ থেকে ২২ কিমি ৩০ টাকা

যদিও কলকাতার পাশাপাশি জেলাগুলির জন্যও সাধারণ বাসে প্রথম ৪ কিমির ক্ষেত্রে ২০ টাকা ভাড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এরপর পরবর্তী প্রতি কিলোমিটারের জন্য ১ টাকা ২০ পয়সা করে ভাড়া বাড়ানোর কথা ওই চিঠিতে বলা হয়েছে। এছাড়াও এদিনের চিঠিতে রাজ্যে এক্সপ্রেস ও এসি বাসের ক্ষেত্রেও একলাফে অনেকটাই ভাড়া বাড়ানোর আবেদন জানানো হয়েছে। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, এক্সপ্রেস বাসে প্রথম ৪ কিমির ভাড়া ২৫ টাকা এবং সাধারণ এসি বাসের ক্ষেত্রে প্রথম ৪ কিমির ভাড়া ৪০ টাকা করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ভলভো বাসের জন্য প্রথম ২ কিলোমিটারে ৫০ টাকা ভাড়া নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে কলকাতা ছাড়াও হাওড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, মালদহ এবং দার্জিলিং সহ পাহাড়ি এলাকার মিনিবাস ও



দূরপাল্লার বাসের ভাড়া বাড়ানোর জন্যও এই চিঠিতে একইভাবে আবেদন জানিয়েছে বেসরকারি বাস মালিক সংগঠন। যদিও এই বিষয়ে এখনও পরিবহণ দপ্তর সূত্রে এই চিঠিকে কেন্দ্র করে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে সাধারণ যাত্রীদের পকেটের কথা মাথায় রেখে পরিবহণ দপ্তর এই নতুন ভাড়ার প্রস্তাব কতটা অনুমোদন দেয় তার দিকেই তাকিয়ে আছে বাস মালিক সংগঠনের সদস্যরা। যদিও দপ্তর সূত্রের খবর এই চিঠির প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে মালিক ও সরকার উভয়পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টে শুরু হল নীরব বিপ্লব

অশোক সেনগুপ্ত

শৈশব থেকেই যেন মুঠোফোনের আসক্তি ঘিরে ধরছে সবাইকে। চিকিৎসক, সমাজবিদ, ডোনাল্ড ট্রাম্প, নরেন্দ্র মোদী— সবাই চিন্তিত। রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝে কলকাতায় ঘটে গেল এক নিঃশব্দ বিপ্লব।

বেশ কিছু মানুষ চাইছেন মুঠোফোন নয়, বই-ই হোক সবার কাছের বন্ধু। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের শতবর্ষ-পূর্তি সমাসন্ন। স্মরণীয় সময়কালটি ধরে রাখতে চলছে নানা পরিকল্পনা। রবিবার সন্ধ্যায় ওই স্কুলে হাজির অন্তত ৭৫ জন। এঁরা ৫০ বছর আগে স্কুল ছেড়েছেন। মানে, এঁরা বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম ব্যাচ। এর পর পড়াশোনা, কাজ করেছেন দেশ-বিদেশের নানা শহরে। জীবনসায়াহ্নে এসেছেন প্রথম পাঠের ঋণ ভালোবেসে শোধ করতে।

ওই ব্যাচের প্রাক্তনীরা চেয়েছিলেন তাঁদের স্কুল ছাড়ার ৫০ বছর ও স্কুলের শতবর্ষ-পূর্তিকে এক সূত্রে গেঁথে রাখতে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রণজিৎ গরাং টাকা নিতে নারাজ! আলোচনায় ঠিক হল তাহলে শুরু হোক নীরব কর্মযজ্ঞ, বাচ্চাদের মুঠোফোন থেকে বইয়ে আকর্ষণ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা। ওই স্কুলে চালু হচ্ছে 'দুয়ারে বই', মানে ভ্রাম্যমান পাঠাগার প্রকল্প। স্কুলের প্রথম দুটি তলে ক্লাশ হয় অপেক্ষাকৃত ছোটদের। চাকা যুক্ত চারটি নতুন আলমারি বোঝাই বই যাবে পড়ুয়াদের কাছে। ওই বইই যেন বন্ধু হওয়ার আর্জি জানাবে পড়ুয়াদের।



কিছু কাজ তো হবে! নরেশ মিত্র সরণির ঐতিহ্যের সেই শিক্ষাঙ্গনে সেদিন যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাই বয়সের ধারাপাতে ষাটের কোঠার শেষভাগে। কেউ কেউ সপরিবারে। উদ্যোক্তারা কেউ নিজে, কেউ প্রকাশকদের মাধ্যমে নির্বাচিত বই স্কুলে পাঠাতে শুরু করলেন। এল প্রথম লট। এরপর পরীক্ষা, ছুটি। 'দুয়ারে বই' বাস্তবে রূপ পাবে ২ জানুয়ারি নাগাদ। এসবের পাশাপাশি, স্কুলের পাঠাগারটির আকর্ষণ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন কর্তৃপক্ষ। যদিও আধাপঙ্গু পাঠাগারটির লোকাভাব দূর করে সেটিকে কতটা আকর্ষণীয় করা যাবে, তা নিয়ে সন্দেহ আছে অনেকের। তবে, রবিসন্ধ্যায় দুই মলাটের মাঝে ধরা প্রফেসর শঙ্কু, নন্টে-ফন্টে দেখে অনেকের চোখে আনন্দাশ্রু।

উদ্যোক্তাদের একজন বললেন, তসলিমা নাসরিনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সময় আমাদের বয়স বাড়ায়, দূরত্ব তৈরি করে, জীবনকে বদলে দেয়। তবু কিছু সম্পর্কের কাছে ফিরে যেতে কোনো সময় লাগে না।

প্রিমিয়াম প্রযুক্তির নতুন দিশায় ভিভো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রিমিয়াম প্রযুক্তির বাজারে নিজেদের উপস্থিতি আরও জোরদার করতে একগুচ্ছ নতুন ঘোষণা করল ভিভো। 'ভিভো নেক্সট ২০২৬' অনুষ্ঠানে সংস্থার তরফে ভিভো ভি ৮০, ভিভো এক্স ফোল্ড ৬ এবং ভিভো এস২ এফই-এর পরিচয় করানো হয়। পাশাপাশি নতুন অপারেটিং সিস্টেম অরিজিন ওএস৭ এবং মিক্সড রিয়েলিটি হেডসেট 'ভিভো ভিশন ডিসকভারি এডিশন'-এরও প্রিভিউ দেখানো হয়েছে। স্মার্টফোন, ফোল্ডেবল প্রযুক্তি ও সফটওয়্যারের পাশাপাশি ভবিষ্যতের কম্পিউটিং অভিজ্ঞতা তৈরিতে জোর দিচ্ছে সংস্থাটি। দৈনন্দিন ব্যবহারে উন্নত ইমেজিং, উৎপাদনশীলতা ও সংযোগ ব্যবস্থাকে আরও সহজ করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

জিএসটি আদায়ে জোয়ার, অক্টোবরে বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধির হার ১৭ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উৎসবের মরশুমে রাজ্যের রাজকোষে সদয়া লক্ষ্মী। পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) আদায়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে রাজ্যে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের রবিবার প্রকাশিত প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছরের অক্টোবরের তুলনায় এবার একই মাসে পশ্চিমবঙ্গে জিএসটি সংগ্রহ বেড়েছে ১৭ শতাংশ। গত বছর যেখানে রাজ্যের সংগ্রহ ছিল ৫,১৭৫ কোটি টাকা, এ বার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬, ০৫৫ কোটি টাকায়।

শুধু মাসিক হিসাবেই নয়, চলতি অর্থবর্ষের সামগ্রিক ছবিতেও রাজস্ব বৃদ্ধির ধারা স্পষ্ট। এপ্রিল থেকে অক্টোবর; অর্থবর্ষের প্রথম সাত মাসে পশ্চিমবঙ্গের মোট এসজিএসটি (স্টেট গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স) সংগ্রহ হয়েছে ২৯,৬০৮ কোটি টাকা। গত অর্থবর্ষের একই সময়ে সেই অঙ্ক ছিল ২৭,১০৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ সাত মাসে রাজ্যের এসজিএসটি আদায়ে প্রায় ৯ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থ মন্ত্রক অবশ্য জানিয়েছে, এগুলি প্রাথমিক পরিসংখ্যান। সংশ্লিষ্ট তথ্যের চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই শেষ হলে পরিসংখ্যানে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। এরই মধ্যে রাজ্যগুলির আর্থিক ব্যয় নির্বিঘ্ন রাখতে বড় পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। উৎসবের মরশুমে উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে অর্থের জোগান নিশ্চিত করতে কেন্দ্র কর বণ্টনের আগাম কিস্তি ছেড়েছে। সেই বরাদ্দের অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ৭,৮৬৬ কোটি টাকা। কেন্দ্রের দাবি, রাজ্যগুলিকে করের ভাগ আগাম দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য মূলধনী ব্যয় বাড়ানো এবং বিভিন্ন পরিকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্পের গতি বজায় রাখা। পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচির জন্যও এই অর্থ ব্যবহার করতে পারবে রাজ্যগুলি।

পরিবেশ রক্ষায় প্রত্যেক বিধায়ককে প্রতিমাসে ১০০টি গাছ লাগানোর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু পরিবেশরক্ষায় গণ-অংশগ্রহণের উপর জোর দিয়ে প্রত্যেক বিধায়ককে প্রতি মাসে অন্তত ১০০টি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন। সব বিধায়ক এই উদ্যোগে সামিল হলে আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যে ১২ থেকে ১৩ লক্ষ গাছ লাগানো সম্ভব হবে বলে তিনি জানান। শুধু গাছ লাগানো নয়, সেই গাছের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও থাকবে। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের ভিবিজি রামজি প্রকল্পের মাধ্যমে তিনবছর পর্যন্ত গাছগুলির পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়া হবে। প্রয়োজনীয় চারাও ওই প্রকল্প এবং রাজ্যের বন দপ্তরের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। তিনি জানান, এটি কোনও সরকারি প্রকল্প নয়, বরং বিধায়কদের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে একটি স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং শীঘ্রই বিধানসভাতেও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জানানো হবে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রতিও তাঁর আহ্বান, শুধু জনপ্রতিনিধিরাই নন, প্রত্যেক নাগরিক যেন গাছ লাগানোর কাজে অংশ নেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা সকলেরই দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেন। সেই সঙ্গে বিধায়কদের এলাকাভিত্তিক জনসংযোগ বাড়াতে 'নেতাজি সেবা কেন্দ্র'-এর ভূমিকাও তুলে ধরেন তিনি। বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, মানুষের সমস্যার সমাধানে বিধায়কদের আরও সরাসরি ভূমিকা নেওয়া উচিত। সেই লক্ষ্যেই বিভিন্ন বিধায়কের এলাকায় 'নেতাজি সেবা কেন্দ্র' চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ সেখানে গিয়ে তাঁদের সমস্যার কথা জানাতে পারবেন। বিধায়ক উপস্থিত না থাকলে তাঁর প্রতিনিধি অভিযোগ গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন।

সাগরদ্বীপে ক্রমবর্ধমান ভাঙন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় পরিবেশ আদালত এনজিটি সাগর দ্বীপে ক্রমবর্ধমান ভাঙন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জেরে পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্য সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটিকে সাগরদ্বীপের জন্য প্রস্তুত উপকূল সুরক্ষা পরিকল্পনা কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে এনজিটির পূর্বাঞ্চলীয় বেঞ্চ। একটি সংবাদপত্রে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত গঙ্গাসাগরের উপকূল ভাঙন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি গ্রহণ করেছিল এনজিটি। সেই মামলার নিষ্পত্তি করতে গিয়েই আদালত জানিয়েছে, সাগরদ্বীপে উপকূল সংরক্ষণে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সাসটেইনেবল কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট-এর সুপারিশ এবং দ্বীপের জন্য তৈরি ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। আদালত পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ধারাবাহিক উপকূল ক্ষয়ের ফলে সাগরদ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদি ও সমন্বিত উপকূল সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের বিকল্প নেই। এনজিটি আরও নির্দেশ দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটিকে আগামী ছয় মাসের মধ্যে গৃহীত পদক্ষেপের বিস্তারিত রিপোর্ট কলকাতায় অবস্থিত এনজিটির রেজিস্ট্রিতে জমা দিতে হবে।



কলকাতার বরানগরের সিঁথিতে হাউস অফ সেনকোর নতুন শোরুমের উদ্বোধন হল। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র, উপস্থিত ছিলেন জয়িতা সেন, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড ডিজাইন, শুভঙ্কর সেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও। এই নতুন শোরুমটি একই ছাদের তলায় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এক আকর্ষণীয় সম্ভার নিয়ে এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে অহম (পুরুষদের গয়না), সেনেস (ল্যাব-গ্রোন ডায়মন্ড জুয়েলারি, সুগন্ধি এবং চামড়ার ব্যাগ), এভারলাইট (হালকা ওজনের গয়না), খাঁটি রুপার গহনা, গসিপ (রুপা ও ফ্যাশন জুয়েলারি), এবং সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর সিগনেচার সোনা ও হীরার গয়নার কালেকশন, সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় ধনতেরাস অফার।

বঞ্চিতদের পাশে সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী, কাকদ্বীপে সরকারি প্রকল্পের নথি সংগ্রহে উদ্যোগী দীপঙ্কর জানা

দেবাশিস দে ● কাকদ্বীপ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নকে গতিশীল করতে এবং প্রান্তিক মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে ময়দানে নামলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা। সম্প্রতি বারুইপুরের সভা থেকে গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে জোর বার্তা দেওয়া হয়। সেই নির্দেশের পরেই কাকদ্বীপে সরাসরি সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতে এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিতদের সহায়তায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন মন্ত্রী।

কাকদ্বীপ বিধান

একদিন আমার শহর

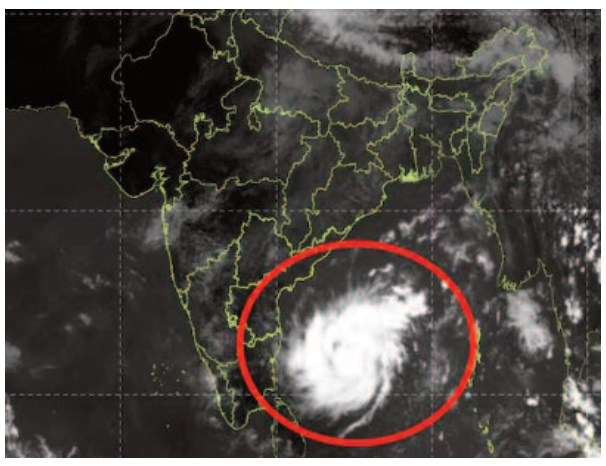
কলকাতা, ৩ নভেম্বর ২০২৬, ১৬ কার্তিক ১৪৩৩, মঙ্গলবার

‘মুরাসু’র বড় প্রভাব পড়বে না পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে, জানাল আবহাওয়া দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গোপসাগরে ফের ঘনাচ্ছে দুর্যোগের কালো মেঘ। অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’-এর তাণ্ডবের ক্ষত এখনও টাটকা, তার মধ্যেই ধেয়ে আসছে পরবর্তী শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ‘মুরাসু’। মৌসম ভবন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই এটি আরও ঘনীভূত হয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়েছে। বর্তমানে পশ্চিম-মধ্য এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটার বেগে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে এই ঝড়।

মৌসম ভবন সূত্রে খবর, চেন্নাই থেকে ২০০ কিলোমিটার এবং বিশাখাপত্তনম থেকে ২৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে ‘মুরাসু’। সোমবার মধ্যরাত থেকে আজ মঙ্গলবার ভোরের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে এই ঝড়। অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর এবং নারসাপুরের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে। ল্যান্ডফলের সময় ঝড়ের গতিবেগ থাকতে পারে প্রতি ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার, যা দমকা হাওয়ায় ১২০ কিলোমিটারেও পৌঁছতে পারে। এর জেরে অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা এবং তামিলনাড়ু উপকূলে প্রবল ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সমুদ্র উত্তাল থাকায় ২ থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, এই ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি কোনো বড় প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে পড়বে না। তবে এর পরোক্ষ প্রভাবে রাজ্যে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে মেঘলা থাকতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও



দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকা অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে দু’-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও বাকি জেলাগুলিতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া অফিস এও জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির এই পর্ব চলার পর বুধবার থেকে আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলাবে। বুধবার থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত জেলাতেই আবহাওয়া পুরোপুরি শুষ্ক ও পরিষ্কার থাকবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা আর থাকবে না।

তাপমাত্রা নিয়ে সুখবর শুনিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামী তিনদিন তাপমাত্রার বড় কোনো পরিবর্তন না হলেও, তার পরবর্তী সময়ে রাজ্যের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস (স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৩ ডিগ্রি বেশি) এবং রবিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে সপ্তাহের মাঝখান থেকে তাপমাত্রা কমলে বঙ্গে শীতের আমেজ আরও একটু পাকাপাকিভাবে জেঁকে বসতে পারে বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা।

‘এসআইআর আরও একবার হওয়া দরকার, তবেই সত্যিটা সামনে আসবে’

বামেদের একহাত নিয়ে বিস্ফোরক শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশ তথা রাজ্য রাজনীতিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন, এসআইআর প্রক্রিয়া এবং বাম-তৃণমূল সমীকরণ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি মমতা বন্দোপাধ্যায়, নির্বাচন কমিশন এবং সিপিএমকে একযোগে তীব্র আক্রমণ শানান। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফেরাতে এবং জালিয়াতি রুখতে এসআইআর অত্যন্ত জরুরি ছিল এবং এটি আরও একবার হওয়া প্রয়োজন। এদিন নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, না না, উনি সঠিক বলেছেন, যে পদ্ধতিতে এসআইআর হয়েছে, সেই পদ্ধতিতে এসআইআর হওয়া উচিৎ নয়। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে আমি সমর্থন করছি, দারুন বলেছেন। পাশাপাশি রাজ্যে বিরোধী ও সাধারণ মানুষের ওপর হওয়া ধারাবাহিক অত্যাচারের প্রসঙ্গ টেনে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন। এই রাজ্যে এসআইআর-এর মাধ্যমে কী না হয়েছে? সব ধরনের অনিয়ম হয়েছে। তাই আরেকবার এই রাজ্যে এসআইআর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই পরিস্থিতি বদলাতে পুনরায় তদন্তের দাবি তুলে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, এসআইআর এখানে আবার দরকার। যদি ফের এসআইআর করা হয়, তবে দেখা যাবে আরও অন্তত ৩০ লক্ষ মানুষ মানুষের নাম বাদ যাবে। কারণ এখানে এসআইআর প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ করা যায়নি। তবে এই সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যেও জাতীয় নির্বাচন



কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে আজ গোটা দেশের মানুষ হিরো হিসেবে দেখছেন। এছাড়াও এদিন রাজ্যের বামদল সিপিএম ও মমতা বন্দোপাধ্যায়ের গোপন আঁতাতের তত্ত্ব নিয়ে বলতে গিয়ে অতীতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ওপরে হওয়া হামলার প্রসঙ্গও টানেন শমীক। তিনি বলেন, এই রাজ্যের সিপিএম নেতারা ভালো করেই জানেন যে ২০১১ সালের আগে যে যা তাঁরা করেছেন, তারপর থেকে কত কিছু ঘটে গেছে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পর্যন্ত নিজের গাড়ি থেকে নামতে পারেননি, তাঁকেও নিশানা করা হয়েছিল। সেখানে সিপিএম শুধু মাঠের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এদিন সিপিএম ও মমতা বন্দোপাধ্যায়ের গোপন আঁতাতের তত্ত্ব সহ ইডি-সিবিআই তদন্তে শৈথিল্যের অভিযোগ এবং দলগুলির দিল্লি যাত্রা নিয়ে শমীক বলেন, যখনই ইডি বা সিবিআই-এর তদন্তের গতি কিছুটা কমে, তখনই ওরা বলতে শুরু করে দিদি-মোদী সেটিং হয়ে গেছে। অথচ এরাই সিবিআই ও ইডি-র প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করতে সংসদে তৃণমূলের সঙ্গে একসঙ্গে দিল্লি ছুটে যান। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইডি-সিবিআই-কে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চালানো হচ্ছে বলে প্রতিবাদ করে একসঙ্গে লোকসভা, রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করেছে। এগুলো নতুন কিছু নয়, এটা স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটবে। সোমবার সিপিএমের বর্তমান রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতাকে কটাক্ষ করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, মুজফফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত কিংবা হরেকৃষ্ণ কোঙারের পার্টি অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। এই দলের শিকড় এখন গভীর সংকটে। তাদের রাজনৈতিক অন্তর্জলী যাত্রা বা পতন তো সেদিনই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, যেদিন তারা নবান্নে গিয়ে ফিশফ্রাই খেয়ে এসেছিল। আর এখন তাদের রেশনের চাল বা বাচ্চাদের খাবার খেয়ে দিন কাটাতে হবে। এছাড়াও রাহুল গান্ধি ও বিরোধী জোটকে নিশানা করে তিনি বলেন, রাহুল গান্ধীর মতো ওরাও তীব্র ক্ষোভে ফুটছে। আমি জানি না ওরা আগামীদিনে কী করবে, তবে ওদের ছটফটানি স্পষ্ট। অনেকে কাফের তত্ত্বে বিশ্বাস করে, তাঁরা মনে করে কাফেরদের পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা উচিৎ। তবে রাজ্যে এখন ইট পাথর থাকলেও ছোড়ার লোক নেই তো। লোকেরা এখন ডিম ছুঁড়ছে। তরুণ প্রজন্ম এই ধরনের সুবিধাবাদী রাজনীতি পছন্দ করে না, তারা পরিবর্তন এবং আসল উন্নয়ন চাইছে।

শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে বহুতল পার্কিং তৈরিতে উদ্যোগ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার দীর্ঘদিনের মাথাব্যথা পার্কিং সমস্যা ও ভিড়ে ঠাসা যানজট কাটাতে এবার বড় পদক্ষেপ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে বহুতল পার্কিং কেন্দ্র তৈরি এবং সামগ্রিক সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। এই জোড়া প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ‘নিটকন লিমিটেড’-এর সঙ্গে দুটি পৃথক সমঝোতাপত্র বা ‘মউ’ স্বাক্ষর করেছে রাজ্য। সম্প্রতি এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কলকাতার ঐতিহ্যের শিকড় এবং প্রাচীন স্থাপত্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই শহরকে আরও পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক রূপ দেওয়াই মূল লক্ষ্য।

পাশাপাশি পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বাণিজ্যিক এলাকা, বড় হাসপাতাল চত্বর, গুরুত্বপূর্ণ বাসস্ট্যান্ড এবং মেট্রো টার্মিনাসের মতো প্রবল অনিয়ন্ত্রিত ট্রাফিক ও ভিড়যুক্ত স্থানগুলিকে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হচ্ছে। এই এলাকাগুলির আশপাশেই গড়ে উঠবে অত্যাধুনিক বহুতল কার পার্কিং ব্যবস্থা। তব এ ব্যাপারে পদ্ধতিগতভাবে এগোতে চাইছে নবান্ন। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রের খবর, প্রথমে পুরো শহরের পার্কিং এবং যানচলাচল পরিস্থিতির ওপর বিস্তারিত সমীক্ষা চালানো হবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হবে জমি বা স্থান। সমীক্ষার পর পার্কিং কেন্দ্রের মোট সংখ্যা, প্রকল্পের সামগ্রিক খরচ ও বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, প্রকল্পটি পিপিপি অর্থাৎ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিতে রূপায়িত হবে। আর এখানে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ‘স্মার্ট পার্কিং’ ব্যবস্থা চালু হবে, যাতে গাড়ির চালকরা সহজেই নিখুঁত তথ্য পান। এই পদক্ষেপে প্রশাসনের ধারনা, এর ফলে শহরের মূল সড়কগুলিতে বেআইনি পার্কিংয়ের দাপট অনেকটাই কমবে। যানবাহনের গতি বাড়ার পাশাপাশি সুরক্ষিত হবে পথচারীদের যাতায়াত।

শুধু পার্কিং নয়, বদলে যাবে তিলোত্তমার রূপও। প্রধান রাজপথ, হেরিটেজ চত্বর, পার্ক, বাজার এবং গঙ্গার ঘাট সংলগ্ন এলাকা সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ডিভাইডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন মোড়ের জন্য আলাদা নান্দনিক নকশা তৈরি হচ্ছে। একই সঙ্গে শহরের আকাশে তারের যে বিপজ্জনক ‘জঞ্জাল’ দৃশ্যদূষণ তৈরি করছে, তা দ্রুত অপসারণে বিস্তারিত পথনকশা তৈরি করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, ‘নিয়মিত বাড়তে থাকা গাড়ির ভিড়ে বিশেষ করে বাণিজ্যিক এলাকাগুলিতে পার্কিং সংকট চরম আকার নেয়। পিপিপি মডেলে জমির সঠিক ব্যবহার ও স্মার্ট প্রযুক্তির মেলবন্ধনে যেমন যানজট কমবে, তেমনই পুরসভার কর-বহির্ভূত আয়ও বাড়বে।’

ভারতীয় সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে হালিশহরে বিদেশিরা নামসংকীর্তন করছেন: অর্জুন সিং



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভারতীয় সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে বিদেশিরাও নামসংকীর্তন করছেন। রবিবার রাতে হালিশহর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মেইল পুকুর পাড়ে দেশবন্ধু খেলার মাঠে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। মন্ত্রী বলেন, ব্রাজিল, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে হালিশহরে এসে নামসংকীর্তন করছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে বিদেশিরা নামসংকীর্তন করছেন। এটাই তো দেশের সংস্কৃতি। তাঁর কটাক্ষ, মাকু, সেকুরা কোনওদিন ভারতীয় সংস্কৃতিকে মুছতে পারবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি ছিল, আছে এবং থাকবে। মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে মন্ত্রী বলেন, জয় শ্রীরাম নাকি গালাগালি। কিন্তু যারা এই জয় শ্রীরামকে অপমান করেছেন। তাঁরা আজ হারিয়ে গিয়েছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস, বীজপুর-৩ মণ্ডল সভাপতি অঞ্জন দাস, যুব নেতা অরিন্দম দে, সঞ্জয় সরকার, রাজু দাস প্রমুখ।

কালীপুজোর ভিড় সামলাতে নৈহাটির বড়মা মন্দির পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চোরবাগান ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে তৎপর প্রশাসন। কালীপুজোয় উপচে পড়া ভিড় সামলাতে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সোমবার নৈহাটির বড়মা মন্দির চত্বর এবং গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসারিয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক যাদব সূর্যভান আচ্ছেলাল। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসারিয়া



বলেন, কালীপুজোয় বড়মা মন্দিরে প্রচন্ড ভিড় হয়। ভিড় সামাল দেওয়ার লক্ষে এদিন আমরা বড়মার মন্দির চত্বর পরিদর্শন করলাম। তিনি জানান, দর্শনার্থীদের জন্য একটাই প্রবেশ পথ থাকবে। আরেকটি পথ থাকবে দর্শনার্থীদের বেরোনোর জন্য। জেলাশাসক সাফ জানিয়ে দেন, এবছরে ভিআইপি-দের জন্য বিশেষ কোনও ব্যবস্থা থাকছে না।

কলকাতায় ফের অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত মহাকরণের পিছনের বহুতলের এক অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলোত্তমার বুকে ফের ভয়াবহ আগুনের গ্রাস। শহরের ঐতিহ্যবাহী পুরনো প্রশাসনিক সদর দপ্তর মহাকরণের ঠিক পিছনে লায়ন্স রেঞ্জ এলাকার একটি বহুতল ভবনে আচমকাই লাগে আগুন। পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় একটি অফিসের নথিপত্র থেকে শুরু করে দামি কম্পিউটার সহ যাবতীয় সামগ্রী। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। টানা কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও, পকেট ফায়ার এবং কালো ধোঁয়ায় সোমবার সকাল পর্যন্ত থমথমে পরিস্থিতি তৈরি হয় পুরো বিবাদীবাগ চত্বরে।

স্থানীয় ও দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার আনুমানিক ভোররাত সাড়ে তিনটে নাগাদ; লায়ন্স রেঞ্জের ওই বহুতলটির চার তলার অংশ থেকে আচমকাই আগুনের তীব্র লেলিহান শিখা ও ঘন কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখেন পথচলতি মানুষ ও এলাকার নিরাপত্তারক্ষীরা। মহাকরণের অত্যন্ত কাছাকাছি এমন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মুহূর্তে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের ১০টি ইঞ্জিন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। তবে বহুতলের ভেতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ এবং রাসায়নিক সামগ্রী মজুত থাকায়



মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ভবনের সামনের অংশ থেকে হালকা ধোঁয়া বেরোলেও, পিছন দিক দিয়ে আগুনের গ্রাস আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। চারতলা থেকে আগুন নতুন করে নিচের তলাতেও ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়। ভেতরে আটকে থাকা ধোঁয়ার প্রকোপ কাটাতে এবং পকেট ফায়ারের অবস্থান চিহ্নিত করতে দমকলকর্মীদের স্মোক ডিটেক্টর ও গ্যাস মাস্ক পরে ভেতরে ঢুকতে হয়। ওপরের তলা ও বাইরে থেকে টানা জল ছিটিয়ে আগুনের দাপট কমানোর চেষ্টা চলে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সোমবার ভোরের দিকে আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কয়েকটি অংশে তখনও পকেট ফায়ার থেকে যাওয়ায় কুলিং প্রসেস জারি রাখা হয়। ডমকলের প্রাথমিক অনুমান, বহুতল ভবনটিতে অন্তত চার থেকে পাঁচটি বেসরকারি সংস্থার অফিস রয়েছে। অগ্নিকাণ্ডটি চারতলার একটি অফিসে ঘটার ফলে সেখানকার জরুরি সমস্ত নথিপত্র, কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিপুল বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে যেহেতু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে গভীর রাতে, তাই সে সময় অফিসে কোনো কর্মী ছিলেন না। ফলে বড়সড় প্রাণহানির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে। তবে কীভাবে লাগল এই আগুন, শর্ট সার্কিট নাকি অন্য কোনো গাফিলতি তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। দমকল আধিকারিকরা জানান, বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আগুনের উৎস সন্ধান করবেন।

বিধানসভার শৌচাগার থেকে উদ্ধার ক্যান্টিন কর্মীর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শৌচাগার থেকে এক ক্যান্টিন কর্মীর রহস্যজনক দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার সকালে শৌচাগারের ভিতর থেকে উমেশচন্দ্র দাস (৪৬) নামের ওই ব্যক্তির অচেতন দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের শরীরে দৃশ্যত কোনো আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। এটি স্রেফ দুর্ঘটনা, না কি এর নেপথ্যে অন্য কোনো রহস্য রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে লালবাজারের হোমিসাইড শাখা।

পুলিশ ও বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, উমেশবাবু দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বিধানসভার ক্যান্টিনে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। প্রতিদিনের মতো সোমবার সকালেও তিনি বিধানসভায় কাজে আসেন। সকাল ৯টা ১০ মিনিট নাগাদ তিনি শৌচালয়ে প্রবেশ করেন। তবে অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি বাইরে না বেরোনোয় সহকর্মীদের সন্দেহ হয়। শৌচাগারের বাইরে থেকে বারবার ডাকাডাকি করা হলেও ভিতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ মেলেনি। এরপর পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় হেয়ার স্ট্রিট থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শৌচাগারের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে এবং উমেশবাবুকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়েই লালবাজার থেকে হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। নামানো হয় পুলিশ কুকুরও।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহে বাইরে থেকে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে এক সহকর্মীর দাবি, শৌচাগারে ঢুকে তিনি হয়তো আচমকা পড়ে গিয়ে বেসিনে মাথায় চোট পেয়েছিলেন। উদ্ধারের সময় তাঁর এক পায়ে জুতো পরা ছিল। ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

কালীপুজোয় শহরে পুলিশের কড়া ট্র্যাফিক নজরদারি, ৫ থেকে ৯ নভেম্বর একগুচ্ছ বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাঝে আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই আলোর উৎসবে মেতে উঠবে তিলোত্তমা। শহরজুড়ে এখন কালীপুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে। প্রতিমা মণ্ডপে আনা, পুজো পরিক্রমা এবং পরবর্তীতে বিসর্জনের সময় শহরের রাস্তায় যাতে তীব্র যানজট কিংবা কোনও অপ্রীতিকর বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়, তার জন্য আগাম কড়া পদক্ষেপ করল কলকাতা পুলিশ। উৎসবের দিনগুলিতে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে আগামী ৫ নভেম্বর থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত শহরজুড়ে বিশেষ ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ জারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শহরের পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা নির্দেশিকা জারি করে বিস্তারিত বিধিনিষেধের কথা জানিয়েছেন।

পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর, নির্ধারিত সময়ে শহরের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় পণ্যবাহী যানবাহন চলাচলে কড়া নিষেধাজ্ঞা থাকছে। সেই সঙ্গে প্রতিমা বহনকারী গাড়ির জন্য নির্দিষ্ট রুট ম্যাপ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। পুজো দেখতে আসা দর্শনার্থীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন রাখা এবং পুজো মণ্ডপগুলির আশপাশের ভিড় সামলাতেই এই সিদ্ধান্ত। কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে এ ব্যাপারে জানানো হয়েছে, ৫ নভেম্বর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৪টে থেকে পরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত রবীন্দ্র সরণিতে থাকবে বিশেষ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ। গালিফ স্ট্রিট থেকে বি কে পাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত অংশ দিয়ে কেবল প্রতিমাবাহী গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে। অন্য কোনও ভারী পণ্যবাহী যানবাহন এতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। একইসঙ্গে পরিস্থিতি বিবেচনা করে গালিফ স্ট্রিট মোড় থেকে রবীন্দ্র সরণি ধরে দক্ষিণমুখী স্বাভাবিক যান চলাচল প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হতে পারে। একইসঙ্গে ৫ নভেম্বর রাত ১০টা থেকে ৮ নভেম্বর ভোর ৫টা পর্যন্ত উত্তর কলকাতার একাধিক প্রধান রাস্তায় আরও কড়া বিধিনিষেধ বলবৎ থাকছে। রবীন্দ্র সরণি এড়াতে পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে বিকল্প পথ হিসেবে স্ট্র্যান্ড রোড, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, বি কে পাল অ্যাভিনিউ, জে এম অ্যাভিনিউ এবং গিরিশ অ্যাভিনিউ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট রুট ঠিক করা হয়েছে।

প্রতিমা বহনকারী গাড়িগুলিকে শোভাবাজার স্ট্রিটের মোড় থেকে বাগবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত রবীন্দ্র সরণির পশ্চিম দিকে পার্কিংয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোডের শোভাবাজার স্ট্রিট থেকে ডিসি বন্দ্যোপাধ্যায় রোড পর্যন্ত এবং মদনমোহনতলা রোডে অন্য গাড়ি পার্কিং করা যাবে না। ৮ নভেম্বর সকাল ৭টা থেকে ৯ নভেম্বর ভোর ৪টে পর্যন্ত রবীন্দ্র সরণির জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে ডিসি ব্যানার্জি স্ট্রিট পর্যন্ত অংশটিকে দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী অর্থাৎ ‘ওয়ান ওয়ে’ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। দক্ষিণ কলকাতাতেও থাকছে ট্র্যাফিকের এই কড়াকড়ি। হাজরা রোড মোড় থেকে কালীঘাট রোডে দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী পথে প্রতিমার গাড়ি ছাড়া অন্য কোনও গাড়িকে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে না। পাশাপাশি উচ্চতা সংক্রান্ত কড়া নিয়ম জারি করা হয়েছে প্রতিমার গাড়ির ক্ষেত্রেও। পুজোর বিসর্জন ও যাতায়াতের জন্য শহরের বেশ কিছু ব্রিজ ও রাস্তায় উচ্চতার সীমা নির্দিষ্ট করেছে পুলিশ। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, হরিশ মুখার্জি রোড, কালীঘাট ব্রিজ এবং জিরাট ব্রিজ দিয়ে ৩.১৫ মিটারের বেশি উচ্চতার প্রতিমাবাহী গাড়ি চলাচল একেবারেই নিষিদ্ধ। এছাড়া শহরের সমস্ত উড়ালপুল ও সেতুতে নির্ধারিত হাইট ব্যারিয়ার মেনেই যানবাহন চালাতে হবে। ৮ নভেম্বর বিকেল ৪টে থেকে ৯ নভেম্বর ভোর ৪টে পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে ১৭টি রাস্তা। তবে কেবল সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দাদের গাড়ি চলাচলে কিছুটা ছাড় থাকবে। বন্ধ থাকা রাস্তার তালিকায় রয়েছে, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, সূর্য সেন স্ট্রিট, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, এস এন ব্যানার্জি রোড (রানি রাসমণি থেকে আর এ কিদওয়াই রোড অংশ), রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, রাজা রামমোহন রায় সরণি, ভীম ঘোষ লেন, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, সাউদার্ন অ্যাভিনিউয়ের উত্তর চ্যানেল (করুণাময়ী মন্দিরের সামনে), কলেজ স্ট্রিট ও বিধান সরণি, মুদিয়ালি রোড, টালিগঞ্জ রোড, লেনিন রোড, বাগদিপাড়া রোড, জেলিয়াপাড়া রোড, পাহাড়পুর রোড।

তবে এই কড়া বিধিনিষেধের মধ্যেও শহরের জরুরি পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্স, দমকল, পুলিশ, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, অক্সিজেন সিলিন্ডার, জীবনদায়ী ওষুধ, রক্ত, এলপিজি, সিএনজি, দুধ, শাকসবজি, ফল, মাছ, মাংস, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের যান চলাচলে কোনও বাধা থাকবে না।



দিওয়ালির লাইট কিনতে চাঁদনিতে উপচে পড়া ভিড়। ছবি: অদিতি সাহা

সম্পাদকীয়

এল নিনোর প্রভাবেই কী এত ঘন ঘন নিম্নচাপ আর ঘূর্ণিঝড়? নাকি অন্য কিছু

একটার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের চোখ রাঙাচ্ছে আর এক ঘূর্ণিঝড় মুরাসু। ফলে ফের আতঙ্ক ছড়িয়েছে বঙ্গ, ওড়িশা ও অন্ধ্র উপকূলে। যতদিন যাচ্ছে বঙ্গোপসাগরে ক্রমশ যেন বেড়েই চলেছে ঘূর্ণিঝড়ের দাপট। এর তাণ্ডবে বিপুল আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রাণহানিও বাদ যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে সাধারণতঃ অবস্থানগত ভাবে বঙ্গোপসাগরের বেশ খানিকটা অঞ্চল সাইক্লোন প্রবণ জোনের মধ্যে পড়ে। ফলে সেখানে নিম্নচাপ ও সেখান থেকে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু তথ্য বলছে, গত প্রায় এক থেকে দেড় দশকে এই সংখ্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা দুটোই বাড়ছে। আম্ফান, আয়লার কথা আমরা কেউই ভুলিনি। তাহলে কি আরও কোনও ফ্যাক্টর লুকিয়ে আছে এই ধ্বংসলীলার নেপথ্যে, প্রশ্নটা সেখানেই। বিশেষজ্ঞদের একাংশ দাবি করছেন, গোটা পরিস্থিতির নেপথ্যে কাজ করছে এল নিনোর প্রভাব। মাত্র কয়েকদিন আগে একটি গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড় অর্ণবে পরিণত হয়েছিল। এর রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ফের আবির্ভূত হল আরও এক ঘূর্ণিঝড় মুরাসু। এখন বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই পরিস্থিতি বেশ কিছুটা অস্বাভাবিক। এখন এর পুরোটাই এল নিনোর প্রভাব নাকি অন্য কিছুর তার জন্য এই নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন বলেই মত আবহাওয়াবিদদের। এল নিনো হল এমন এক প্রক্রিয়া যার ফলে পূর্ব ও মধ্য-প্রশান্ত মহাসাগরের উপরিভাগের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই বেড়ে যায়। এর প্রভাবে বিশ্ব জুড়ে আবহাওয়ার ব্যাপক বদল ঘটে কিন্তু গত কয়েক বছরে এল নিনো তার চরিত্রও বদলাচ্ছে। এভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মহাসাগরগুলোর তাপমাত্রা যেভাবে ক্রমাগত বাড়ছে, তার ফলেই এল নিনোর চেনা চরিত্র বদলে যাচ্ছে। যদিও কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতরের বিশেষজ্ঞদের দাবি, এটা একেবারেই স্বাভাবিক ঘটনা। এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মিলিয়ে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে গড়ে ৫-৬টি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়। এবার এখনও পর্যন্ত একটাই ঘূর্ণিঝড় হয়েছে। তাই এই পরিস্থিতি খুব যে অস্বাভাবিক তাও বলা যাচ্ছে না।

শব্দছক ৩০১

রবি দাস

১	২		৩	■	■	৪	৫
৬		■	৭		৮	■	
	■	৯		■	১০		
১১				■		■	■
■	■		■	১২			১৩
১৪				১৫		■	
	■	১৬			■	১৭	
১৮		■	■	১৯			

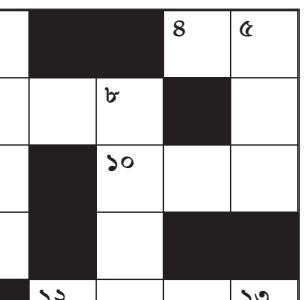
পাশাপাশি: ১. পক্ষ ধারণ করে যে ৪. গন্ধ ৬. মধু বিহীন মধুরিমা ৭. অন্ধকার ৯. রাজনের মহীয়সী ১০. হোম ১১. মহাত্মা ১২. আবৃত্তিসুলভ ১৪. ঋণ ১৫. একশো ১৬. মহত্ব ১৭. পক্ক ১৮. শীঘ্র ১৯. কড়াই-এর মতো মধ্যভাগ নত

ওপর-নিচ: ১. খাটুনী ২. মার্জনা ৩. আচার ব্যবহার ৫. উৎকর্ষ আবাস ৮. রহস্যে ঘেরা ৯. রামের জন্ম ১২. আকাশ ১৩. কামার ১৪. দায়ভার ১৭. চরণ

সমাধান ৩০০ — পাশাপাশি: ১. সমাহিত ৩. ব্যাহত ৫. নক্ত ৬. মাতলামো ৯. পিতা ১০. ভবেশ ১১. অমত ১৩. স্তব ১৪. রুচিকর ১৮. সদ্য ১৯. বিভিন্ন ২০. বলদ

ওপর-নিচ: ১. সন ২. হিম্মত ৩. ব্যক্ত ৪. তরী ৫. নমো ৬. মাতা ৬. লাগাম ৮. আবেদক ৯. পিক ১১. অবসন্ন ১১. তরু ১৫. চিতল ১৬. রক্ত ১৭. রবি

আজকের দিন



■ **১৯০৩** — পানামা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে কলম্বিয়ার কাছ থেকে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

■ **১৯৫৭** — সোভিয়েত ইউনিয়ন লাইকা নামের একটি কুকুর সহ 'স্পুটনিক ২' উৎক্ষেপণ করে।

জন্মদিন



১৯৩৩ *নোবেলজয়ী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের জন্মদিন।*

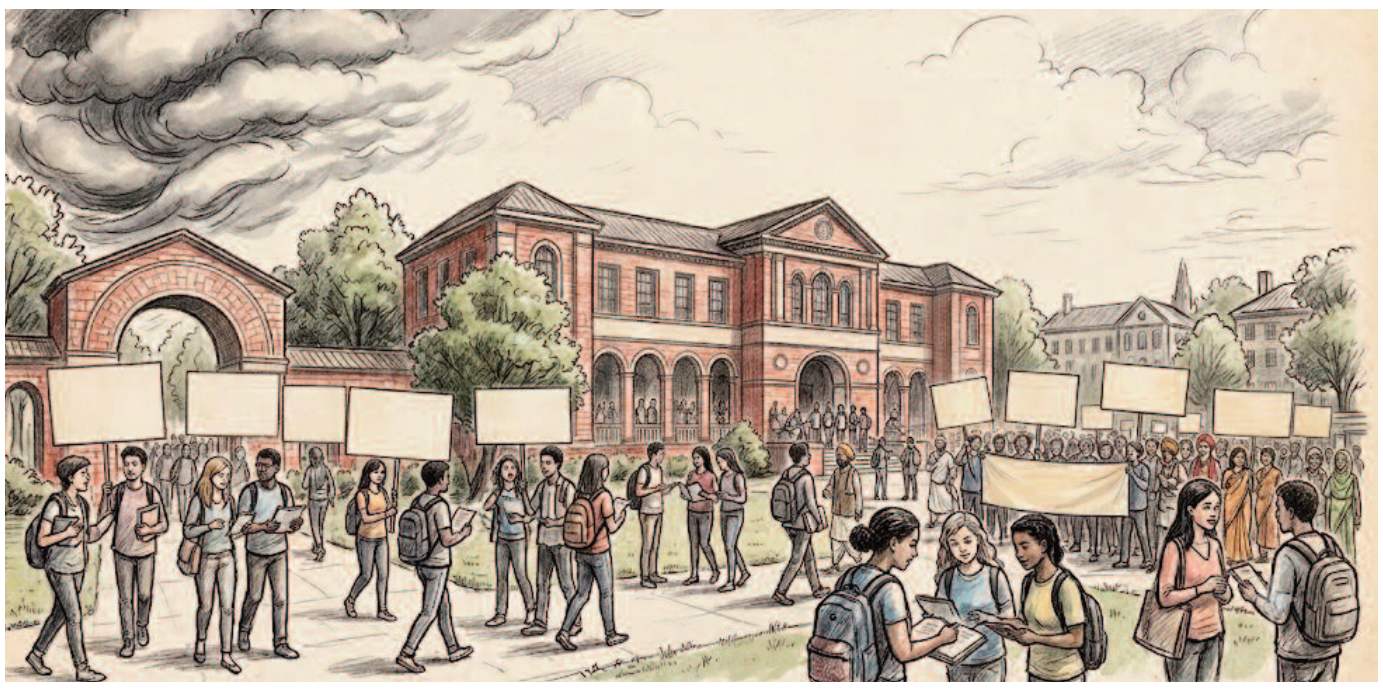
১৯৮০ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মোনালি ঠাকুরের জন্মদিন।*

১৯৮৮ *চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

অমর্ত্য সেন

বৌদ্ধিক মহলেও সঙ্কীর্ণ রাজনীতির অনভিপ্রেত প্রভাব

শান্তনু রায়



ছবি ও কবিতার দেশ ফ্রান্সসহ ইউরোপের আরো ক'টি দেশে এখন এক অস্বাভাবিক অবস্থা যাচ্ছে-জেন জি দের নামে বিক্ষোভ প্রতিবাদে- অনেকের মতে এক গোপন নীল নকশা অনুযায়ী। অনেকটা যেমন আমাদের দেশেও চলছে আরশোলা নামক এক প্রজাতির অন্ধকার গোপন স্থান থেকে হঠাৎ বেরিয়ে চঞ্চল ওড়াওড়িতে।এবং তাদের পাখনায় ভর করে ক্ষমতাদখলের অলীক স্বপ্নে মশগুল নির্বাচনী যুদ্ধে লাগাতার ব্যর্থতায় হতাশ শতাব্দী প্রাচীন একটি দল ও ক্ষমতালিপ্সায় জোটবাঁধা বিভিন্ন মতাদর্শের সঙ্গীরা-আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্তরাও।এ খেলা চলছে নিরন্তর।

এরই মাঝে অতিসম্প্রতি বিশিষ্ট বর্ষীয়ান অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ আসরে নেমে পড়ে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ও কোলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের (এস আর এফ টি আই) পড়ুয়াদের প্রতি জোরালো সংহতি জ্ঞাপন করে এবং বিজেপি দলের তীব্র সমালোচনা করে সমাজমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় বিজেপিকে মিথ্যাবাদী বা 'ব্লাডি ঝুটি পার্টি' আখ্যা দিয়ে বলেছেন- ছলে-বলে কৌশলে বাংলায় ভোট জিতে বিজেপি এখন যে কোনও বিরোধী মতাবলম্বকে পথে আনতে নির্লজ্জ প্রতিহিংসা প্রয়োগ করছে।

ফেসবুক পোস্টে তিনি আরও বলেছেন , গর্বের সঙ্গে বলছি ,আমি দিমাগি নকশাল । দেশের বর্তমান শাসনকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে তিনি লিখেছেন-আমি এই শাসককে একটা প্রশ্ন করতে চাই... আমাদের দেশের তরুন প্রজন্মের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য, শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য, গণতন্ত্রকে বিপদের মুখে ফেলার জন্য আর কী কী করবে তুমি? আর কত করবে? ...প্রথমে জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইন্সস্টিটিউট, আর একবার জামিয়া মিলিয়াতে ছাত্রদের উপর যে অত্যাচার করা হচ্ছে ,সেটা মনে রাখা হবে। সব মনে রাখা হবে'। তিনি ঐ ভিডিও বার্তা সমাপ্ত করেছেন এই বলেতসব ইয়াদ রাখা যায়েগা'।

প্রসঙ্গত নাসিরুদ্দিন শাহ উল্লেখিত সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এর ২৭শে সেপ্টেম্বরের ঘটনা বা তার মাসখানেক আগে ঘটা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা-কোনটিই একতরফা হয়নি বরং 'আধিপত্য'কামী রাজনৈতিক শক্তির কায়েমী স্বার্থে ভিন্নস্বর বিশেষত জাতীয়তাবাদী চিন্তন চর্চা রুদ্ধ করার এতদিনকার লাগাতার অপ্রতিহত একতরফা অপপ্রয়াস চলতে চলতে যেটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল তারই কিঞ্চিৎ অন্যরকম ইদানীং ঘটায় সেই আধিপত্যবাদী শক্তি প্রমাদ গুনে সোরগোল তুলছে, আর তাকে প্রচারের আলোয় আনার চেষ্টা করছেন বিশেষ রাজনীতিমনস্ক নাসিরুদ্দিন শাহর মত ব্যক্তিরা নিজেদের সামাজিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে। যদিও এক হাতে তো তালি বাজে না।

সেপ্টেম্বরের ঐদিনে এস আর এফ টি আই এর একটি প্রেক্ষাগৃহে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে ক্রেতাসুরক্ষা ও ক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সভার আয়োজনে করা হয়েছিল কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি নিয়েই।কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, আয়োজক সংগঠনটি 'আর এস এস অনুগামী' এই কারণে সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র নামধারী কতিপয় তরুণ অনুষ্ঠানস্থলে এসে হামলা ও কটূক্তি করার সাথে আয়োজকদের কয়েকজনকে মারধরও করে। একটি ভিডিওয় দেখা গেছে হামলাকারীরা মঞ্চে টাঙ্গানো বিবেকানন্দের ছবির ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলছে। তাদের আপত্তি ক্যাম্পাসের মধ্যে কোন প্রেক্ষাগৃহে আর এস এস মতাবলম্বীদের অনুষ্ঠান করা নিয়ে।এই নিয়ে ঘটনাস্থলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় আশেপাশের এলাকা থেকে জাতীয়তাবাদী ও আর এস এস মনোভাবাপন্নজনেরা পালটা বিক্ষোভ প্রতিবাদে সামিল হলে । কিন্তু ওই সভা ভণ্ডুল করার বিরুদ্ধে কোন নিন্দাবাক্য ব্যয় না করে পরবর্তীতে 'বামমার্গী'য় বিদ্বজ্জনদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন ইনস্টিটিউটের মধ্যে ওই প্রেক্ষাগৃহে আর এস এস মনোভাবাপন্নদের অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়া নিয়ে।

প্রসঙ্গত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনেও দীর্ঘদিনধরে জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও চর্চাকে প্রান্তকায়িত করে রাখলেও ইদানীং (রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আগে থেকেই) সে চিন্তন ও ভাবধারার পুনর্জাগরণের আহবানকে চ্যালেঞ্জ করে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করতে ক্রমশ মরীয়া হয়ে উঠেছে এতদিনকার একতরফা রাজনৈতিক 'আধিপত্য'কামী শক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে অডিটরিয়ামে ভিন্ন মতাবলম্বীদের অনুষ্ঠান করতে কিংবা কোন সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা প্রদর্শনে সম্মিলিত বাধা সৃষ্টি করা হতো, কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকলেও। কখনো কখনো কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে অনুমতি প্রত্যাহারে বাধ্য করানো হতো।

প্রসঙ্গত নাসিরুদ্দিন শাহর নেতৃত্বে প্রায় ছ'শ জন শিল্পী ও বিশিষ্টজন ২০১৯এ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালেও এক যৌথ বিবৃতিতে বাক স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে অভিযোগে বিজেপিকে ভোট না দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন ।পালটা পন্ডিত যোগরাজ ও গোলাম মুস্তাফা খান সহ প্রায় ন'শ জন শিল্পী ও বুদ্ধিজীবির বিবৃতিতে বিপ্রতীপ আবেদন ছিল।

প্রসঙ্গত সেবছরই নাসিরুদ্দিন শাহ এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে দেশে অসহিষ্ণুতার বাতাবরন এমন যে তিনি নাকি নিরাপদ নন এই আশঙ্কায় যে তাঁর সন্তানদের যদি কেউ দলবদ্ধভাবে এসে জিজ্ঞেস করে যে তাদের ধর্ম কি তা হলে কি হবে, কারণ তিনি বা তাঁর পরিবার কোন বিশেষ ধর্মালম্বী নন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নাসিরুদ্দিনের নিজস্ব অনুভূতি ও তাঁর চিন্তাভাবনার অভিমুখ স্বাভাবিক ভাবেই ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর সে বিবৃতিতে । তবে তাঁর বিবৃতি থেকে এ সুপরিস্ফুট যে নাস্তিক বা বিশেষ ধর্মালম্বী হওয়ার জন্য তাঁর বা পরিবারকে তখনো পর্যন্ত কেউ বিরক্ত করেনি বা তাঁদের কোন সমস্যা হয়েছে-এমনও নয় । ভারতীয় সিনেমা এবং মঞ্চ সফল নায়ক নাসিরুদ্দিন শাহ আমাদের এক গর্ব। নিশান্ত,আক্রোশ, স্পর্শ, জুনুন, অর্ধসত্য এবং আরও অনেক চলচ্চিত্রে তাঁর অসাধারন অভিনয় আমাদের মনে চিরস্থায়ী।

কিন্তু 'অর্ধসত্য'এর অন্যতম চরিত্রাভিনেতার নিজের বক্তব্যই অর্ধসত্য এবং একদেশদর্শী হলে তা বড়ই হতাশাজনক- যে ব্যাখ্যান থেকে মনে হতেই পারে যে মাঝে মাঝে হঠাৎএক প্রভাতে জেগে উঠে যেন তাঁর অনুভবে আসে চারিদিকে কার্যকারনহীন অসহিষ্ণুতার আবহ।অথচ তার প্রায় দেড়দশক পূর্বে নির্ভীকভাবে আপন মতপ্রকাশের কারনে যখন এদেশের কিছু ধর্মান্ধ গোষ্ঠী এদেশে আশ্রিতা সেই স্পষ্টবাদী লেখিকার মাথার মূল্য ধার্য করেছিল, তখন সেটা যে চরম অসহিষ্ণুতার এক হিংস্র প্রকাশ তা তাঁর কেন মনে হলো না ! যদি হয়ে থাকে তবে তিনি কি আদৌ কোন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন? তখন একদা 'আক্রোশ'এর তরুন আইনজীবির চরিত্রকারের মনে হয়নি নিজের সামাজিক অবস্থান নিয়ে স্পষ্টবক্তা ঘোষিত নাস্তিক লেখিকার পাশে দাঁড়ানো? অথচ নিজের সেই অবস্থান ব্যবহার করেই তো উনিশের লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যের একটি আসনে সেই দলের প্রার্থীকেই(ডাঃ ফুয়াদ হালিম) জয়ী করতে আবেদন জানিয়েছিলেন, যে 'বামপন্থী'দলের (রাজ্যে তখনকার শাসক)শীর্ষ নেতা ২০০৭এর সে রাতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সামনে ফরমান দিয়েছিলেন ঐ অসহায় বিমূঢ় লেখিকাকে কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার।

প্রসঙ্গত বিশেষ এক ধর্মীয় গোষ্ঠী ছাড়া কেউ ঐ লেখিকাকে আক্রমন করেনি।এরই বা কি ব্যাখ্যা দেবেন নাসিরুদ্দিন সাহেব!তবে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক ঝোঁক কোনদিকে তা অবশ্য অজানা নয়।সেই ঝোঁক থেকেই প্রতিদ্বন্দী দলীয় রাজনৈতিক কর্মীর মতো তাঁরও অভিযোগ এ রাজ্যে বিজেপির 'ছলে-বলে কৌশলে বাংলায় ভোট জেতার' যদিও এই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের আমলেই বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও কেরলম ও তামিলনাড়ু সহ একাধিক রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এস আই আর হয়েছে কোন সমস্যা ছাড়াই এবং অনেকদিন পর এরাজ্যে রক্তপাতহীন এবং অবাধ ও মোটের উপর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হওয়ায় ভোটদানের হারও বেড়েছে।

অন্যদিকে যাঁদের ঘোষিত ভাবনায় ধর্ম আফিমের মত বিষবৎ পরিত্যাজ্য তাঁদের 'প্রগতিশীল' চিন্তাধারাও সময়বুঝে যে বিশেষ ধর্মীয় আবেগে 'আঘাত'এর হেত্বাভাসে(ফ্যালাসি)উৎসাহে সায় দেয় এবং তাঁরাও নিজেরাও আপন কৌমের বাইরে বেরিয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচারে অনীহ থাকেন তারই প্রমাণ এবিধ আচরণ।

আবার বছরের অধিকাংশ সময়ে প্রবাস-বাসে অভ্যস্ত যে পরিযায়ী বিদ্বজ্জন মাননীয় অধ্যাপক এদেশের 'অসহিষ্ণুতা'প্রসঙ্গে মাঝে মধ্যেই কিছু মতামত ব্যক্ত করে থাকেন তিনি বেশ কিছুদিন পর আবার সংবাদে এসেছেন। সম্প্রতি তিনিও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী-সংগঠনের অন্যতম কর্তাকে পাঠানো এক বার্তায় মুখ খুলেছেন এভাবে-ত যাদবপুরে ভয়াবহ হামলায় আমি স্তম্ভিত।রাজনৈতিক হিংসা থেকে জনসাধারণকে রক্ষার দায় এত তীব্র কখনও ছিল না।... যাদবপুরের হিংসার পিছনের সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধিকে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাবে ধিক্কার জানাই'।

মাননীয় অধ্যাপকের 'মূল্যবান' মতামত নিঃসন্দেহে একই সঙ্গে আমাদের ঋদ্ধ করে ,আবার বিতর্কেও প্রবৃত্ত করে । বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু বিরল সম্মানীয় বিদ্বানের কাছ থেকেও তো সত্যের প্রতি কিছু দায়বদ্ধতা এবং বক্তব্যে সমদর্শিতা প্রত্যাশিত।

অধ্যাপক মহাশয় হয়ত সচেতনভাবেই স্মরণে রাখেননি ১৯৭০ এর ১০ই এপ্রিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নকশালপন্থী ছাত্রদের ক্যাম্পাসের একটি অডিটোরিয়াম গান্ধী ভবন আক্রমণ করে মহাত্মা গান্ধীর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি ভেঙ্গে ফেলা,লাইব্রেরিতে রাখা তাঁর লেখা এবং তাঁর উপর লেখা বইগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করা-গান্ধী স্টাডি সেন্টার পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও।

ঐতিহ্যশালী এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন পাঁচ দশক আগে এদেশে অতিবাম রাজনীতির অন্যতম আঁতুড়ঘর হিসেবে উঠে আসার কালে সে বছরেরই ৩০ শে ডিসেম্বর রক্তরঞ্জিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র নামধারী কিছু সশস্ত্র আততায়ীর কাপুরুষোচিত আক্রমনে এক নীতিনিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণ ছাত্রদরদী নিরীহ উপাচার্যের রক্তে।'বিপ্লবের' খোয়াবে 'শ্রেণীশত্রু' অধ্যাপক -হননে পিছন থেকে ছুরিকাঘাতকারী ঘাতক বালিগঞ্জ নিবাসী সে সময়কার এক নামী হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের ধনীর দুলাল শখের সহিংস 'বিপ্লবী' বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিংএর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, বছর খানেক জেলে কাটানোর পর পারিবারিক সুহৃদ এক বামপন্থী সাংসদের হস্তক্ষেপে কারামুক্তি ঘটলে বড়লোক বাবা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আগুনে বিপ্লবী পুত্রকে পুঁজিবাদের পীঠস্থান আমেরিকায় পাঠিয়ে সেখানে তার নিশ্চিন্ত প্রবাস জীবনের ব্যবস্থা করেন । পরে পাকাপাকিভাবে কানাডাবাসী তিনি বহাল তবিয়তে জীবন কাটিয়ে গেছেন।সকলেরই প্রায় জানা সে তথ্য ঐ ঘটনার বছর কয় পরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনায় যোগ দেওয়া অধ্যাপক মহাশয়েরও নিশ্চয়ই অজানা নয়। তবু কোন এক গোপন বাধ্যবাধকতায় বা রাজনৈতিক আবিলতায় তাঁর মনে হচ্ছে-'রাজনৈতিক হিংসা থেকে জনসাধারণকে রক্ষার দায়(আজকের মতো) এত তীব্র কখনও ছিল না'। পাণ্ডিত্যেরও দলীয় রাজনীতির সঙ্কীর্ণতার কাছে এমন আত্মনিবেদন বিস্মিত বেদনাহত না করে পারে না।

মাননীয় অধ্যাপক অবশ্য বছর কয় আগেও একবার এক সাক্ষাৎকারে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে আপত্তির কারণ হিসেবে ঐ শ্লোগান না দিলে লোককে-বিশেষত মুসলমানদের- মারা,খুন করা'উল্লেখ করেছিলেন যদিও বোধকরি অদ্যাবধি সকলেরই অজানা 'জয় শ্রীরাম' না বলার জন্য আদৌ কেউ 'খুন' হয়েছেন কিনা এ রাজ্যে বা এদেশে। অথচ 'জয় শ্রীরাম' বলার জন্য প্রহৃত হওয়ার বা এই স্লোগান দেওয়ার অপরাধে রুষ্ট রাজ্যের তৎকালীন প্রশাসনিক প্রধানের চ্যালেঞ্জ ও তিরস্কারের সম্মুখীন হওয়ার মত (বিভিন্ন পত্রিকায়ই প্রকাশিত সংবাদ) ঘটনায় তিনি প্রতিক্রিয়াহীন। তাঁরই আরেকটি ভাবালু মন্তব্য 'পূর্ববঙ্গে যদি সাম্প্রদায়িকতা দমন করা সম্ভব হয়ে থাকে, পশ্চিমবঙ্গে তা কেন হবে না?' যে কত অবাস্তবোচিত তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত ২০২৪ এর আগস্ট পরবর্তী সেদেশের ঘটনাবলীতে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত খন্ডিত করে ধর্মভিত্তিক এক নবীন রাষ্ট্রের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই গত আট দশকে সেভুমি বাধ্যতামূলক ত্যাগীদের পরিসংখ্যান কি ইঙ্গিত বহন করে এমনতর জিজ্ঞাসায় আশা করা যায় 'দ্য আর্গুমেন্টিভ ইন্ডিয়ানে'র স্রষ্টা কূপিত হবেন না।

আবার চব্বিশের জুলাইএ একবার এদেশে পা দিয়েই নির্বাচনী ফলাফলে প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রতীচির কর্ণধার প্রতীচ্যের চশমা পরিধানে অধিকতর স্বচ্ছন্দ মাননীয় অধ্যাপক মহাশয় বলেছিলেন -ভারত যে হিন্দু রাষ্ট্র নয় সেটা সে বছরের লোকসভা নির্বাচনের রায়ে প্রতিফলিত হয়েছে।তবে এই রায়ে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রকরার প্রচেষ্টা কিছুটা আটকানো গেলেও পুরোপুরি আটকানো যায়নি। দেশের অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিস্তারে অভিমত জ্ঞাপন করলেও এ রাজ্যের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে বিস্ময়করভাবে নিঃশ্চুপ ছিলেন।সে নির্বাচনে 'হিন্দুত্ববাদী'দের একটু ধুয়ে দেওয়া গেছে' জাতীয় উৎকট উল্লাসে শরিক হতে অপারগ সাধারন বঙ্গজনদের অবশ্য তখন জেগেছিল অবাক বিস্ময়-সত্যিই এই পোড়া কপালের রাজ্যে আর কি জ্বলন্ত সমস্যা নেই! আবার বাংলাদেশে কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মোড়কে ইউনুস-কথিত যে 'মেটিকুলাস কনস্পিরেসি'র মাধ্যমে আগস্টের ৫ তারিখে হাসিনা বিতাড়নের পর দীর্ঘদিন দাপিয়ে বেড়ানো চরম মৌলবাদী এক হিংস্র শক্তির ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মন্দির ও প্রতিমা এমনকী মূল্যবান ভাস্কর্য ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ভবনগুলিও ভাঙচুর এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে পদদলনে আবিশ্ব আলোড়িত হলেও আমাদের মাননীয় অধ্যাপক মহাশয় ঐসব গুরুতর অন্যায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য পড়শি দেশের সরকারের ভুমিকার নিন্দা বা ক্ষোভ প্রকাশের সময় বা প্রয়োজন অনুভব করেননি ২০২৫ এর মার্চ অর্থাৎ সাতটি মাস কাটার আগে । বিলম্বিত মৃদু সেই প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপনকালেও তিনি এক নিশ্বাসে 'হিন্দুত্ববাদী' এদেশে মসজিদ ভাঙ্গা উল্লেখ করতে বিস্মৃত হননি-'সম্প্রীতি'র স্বার্থে 'ভারসাম্য' রক্ষায়! কিন্তু তাতেও ভবী ভোলেনি- খড়্গহস্ত হয়েছিল সেদেশের অন্যতম মৌলবাদীদল জামায়তে ইসলামী। আবার অধ্যাপককে তাদের এমন তীব্র ও অশোভন আক্রমণকে লঘুকরণে বা একধরণের মান্যতাদানে নেমে পড়া কোলকাতারই এক বড় হাউসের বাংলাদৈনিকে তখন লেখা হয়েছিল দেশে হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদীরাও নাকি তাঁর 'সেকুলার' দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আক্রমণ করে থাকে।বঙ্গসংস্কৃতির স্বনিযুক্ত অভিভাবদের সে অবিমৃষ্যকারী অজুহাতে জামায়েতের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত না হলেও সে আবহে অশোভন আক্রমণের পরিসর বিস্তারের সুযোগ পেয়েছিল মৌলবাদীশক্তি ।

এবারেও দিব্যদৃষ্টিতে 'যাদবপুরের হিংসার পিছনের সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি'খুঁজে পেলেন প্রাজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয়।কিন্তু তাঁর নজরে এল না বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা সাম্প্রতিক 'Fascists do not deserve democracy.They deserve a bullet in the head'(অস্যার্থে ভিন্ন স্বরের গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে না-প্রাপ্য হবে শুধু মাথায় গুলি)জাতীয় স্লোগান ও গ্রাফিতি যা দেখে অনেকের অবশ্য স্মরণে এসেছিল যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে দেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম ও আজাদ হিন্দ ফৌজেরবিরোধিতায় 'জনযুদ্ধে'র সোচ্চার সমর্থক 'বামপন্থী' দাবিদার কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যরা নেতাজী অনুগামীদেরও 'ফ্যাসিষ্ট' আখ্যা দিয়ে কোলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে তাদের বিরুদ্ধে পোস্টার সেঁটে দিয়েছিলেন 'shoot them'.। তাঁদের উত্তরসুরীরাও তেমনই যাদবপুরের 'মুক্তচিন্তা'র আবেশে উমর খালিদের জেলমুক্তির জন্য অতিসোচ্চার হলেও ঘরের পাশে পড়শিদেশে শুধু ধর্মীয়কারণে কয়েকদশক ধরে নিপীড়িত অসহায় জনগোষ্ঠীর কথা কিংবা বিনা বিচারে জেলে আটক সন্ন্যাসীর জামিনের আবেদনও শুনানী করতে দিনের পর দিন বাধা দেওয়া কিংবা মৃত্যুপথযাত্রী মাকে তাঁর একবার শেষ দেখার জন্য প্যারোলের প্রার্থনাও খারিজ হওয়ার ঘটনায় প্রতিবাদ তো দূরঅস্থ টু শব্দটি উচ্চারণ না করাটাই তাদের দস্তুর । সে নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার স্পর্ধা দেখানোর 'অপরাধেই'হয়ত 'সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি' খুজে পান অধ্যাপক মহোদয় কারণ তিনি নিজেও তো বাছাই প্রতিবাদে অভ্যস্ত।সেহেতুই যখন এদেশেরই কোন কোন ধর্মীয় সংঘঠন হুমকি দিয়ে পূর্বোল্লিখিত সাহসিনী লেখিকার মাথার মূল্য ধার্য করেছিল,তাঁকে শারীরিক নিগ্রহ করার জন্য চেষ্টা হয়েছিল হায়দ্রাবাদে এক বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে, কোলকাতা বইমেলায় অনুষ্ঠান পন্ড করেছিল তখন সে 'হিংসার পিছনের সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি'খুঁজে পাননি অধ্যাপক মহাশয়।যেমন প্রতিবাদ আসেনি নাসিরুদ্দিন শাহ বা ভারতের সুশীল সমাজ ও বিদ্বজনদের কাছ থেকে।

যে হিংস্র মৌলবাদী গোষ্ঠীর হুমকিতে দেশছাড়া ঐ লেখিকার আগের দুই জামানা মিলিয়ে প্রায় দু'দশক কাল এরাজ্যে ব্রাত্য থাকা ও এদেশেই গোপনস্থানে সুরক্ষাবলয়ের মধ্যে এখনও পর্যন্ত সতর্ক যাপন এবং যে মৌলবাদের হিংস্র রূপের জন্য একটি বামপন্থী(!) সরকারের আমলেও তাঁর বই নিষিদ্ধকরন কিংবা অসন্তুষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর মৃত্যুদণ্ডের ফতেয়া পেয়ে বুকার পুরস্কারজয়ী সলমন রুশদি প্রাণ রক্ষায় প্রায় তিরিশ বছর ধরে যুক্তরাজ্যে গোপন আস্তানায় আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হলেও রেহাই মেলেনি ; ২০২২এ পঁচাত্তর বছর বয়সে নিউইয়র্কে এক সাহিত্য অনুষ্ঠানে এক শিয়া উগ্রপন্থীর দ্বারা ভয়াবহ ছুরিকাঘাতের শিকার হয়ে ডান চোখের দৃষ্টি শক্তি সম্পূর্ণ হারান। যে মৌলবাদের কাছে মাথা নত করে তাঁকে জয়পুর সাহিত্য সম্মেলনে আসার অনুমতি দেওয়া হয়না সেই শক্তির 'সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি' খোঁজার সদিচ্ছা বা সাহস নেই নাসিরুদ্দিন শাহ বা মাননীয় নোবেলপ্রাপকের মত বিশিষ্টজনদের । এদেশে বিশেষ বিশেষ ঘটনায় 'অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে বাকস্বাধীনতা'র পক্ষে বাছাই প্রতিবাদে সোচ্চার যারা হন , তারা কি সারা পৃথিবী জুড়ে দাপানো এই আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কখনো প্রতিবাদ করেছিলেন-না এখনও তা করার সাহস রাখেন?

এঁরাই তো বিবিসির তথ্যচিত্র এদেশে নিষিদ্ধ হলে রে রে করে ওঠেন; চিনা মদতপ্রাপ্ত এদেশের কোন সংস্থার বিরুদ্ধে সরকারি পদক্ষেপে 'গণতান্ত্রিক অধিকার' হরণের অজুহাতে সোচ্চার হতে তৎপর, কিন্তু এই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে অডিটরিয়ামে ভিন্ন মতাবলম্বীদের অনুষ্ঠান করতে কিংবা কোন সদ

‘দলের পরিচয়ে নয়, চাকরি পেতে চাই শিক্ষাগত যোগ্যতা!’

বিজেপির নেতা-কর্মীদের কড়া বার্তা জিতেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: দলের পতাকা হাতে থাকলেই মিলবে না বাড়তি সুবিধা। রাজনৈতিক পরিচয়কে হাতিয়ার করে রোজগারের দিন শেষ। কাজ পেতে হলে প্রমাণ করতে হবে নিজের যোগ্যতা, জমা দিতে হবে বায়োডাটা। শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার নিরিখেই নির্ধারিত হবে কাজের সুযোগ। পাণ্ডবেশ্বরের নবগ্রামে বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে এমনই স্পষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান নিয়ে নিজের পূর্ব প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ তুলে বিধায়ক জানান, প্রায় ছ’মাস আগে তিনি এলাকার যুবক-যুবতীদের কাজের সুযোগ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি



বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, বেকার যুবক-যুবতীদের কাছ থেকে বায়োডাটা সংগ্রহ করে তাঁদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তবে এই ঘোষণার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল, কর্মসংস্থানের প্রাথমিক তালিকায় বিজেপির নেতা-কর্মীদেরও রাখার কথা জানিয়েছেন বিধায়ক। কিন্তু সেখানেও কোনও রাজনৈতিক পরিচয় বা দলীয় পদকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না। বরং দলের কর্মী হলেও চাকরি বা কাজের সুযোগ পেতে হলে প্রমাণ করতে হবে নিজের যোগ্যতা। জিতেন্দ্র তিওয়ারির এই বক্তব্য রাজনৈতিক মহলেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, সাধারণত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা অনেকের মধ্যেই থাকে। সেই প্রেক্ষাপটে দলের কর্মীদেরই যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করার বার্তা দিয়ে কার্যত সংগঠনের অন্দরেও কঠোর অবস্থানের ইঙ্গিত দিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক। এখন দেখার, মঞ্চ থেকে দেওয়া এই কর্মসংস্থানের আশ্বাস কত দ্রুত বাস্তবে রূপ পায় এবং এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের কতজনের কাছে পৌঁছয় কাজের সুযোগ।

কৃষকদের কল্যাণে বিশেষ উদ্যোগ

পুরশুড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কৃষকদের কল্যাণে বড় ঘোষণা, ৫ নভেম্বর পুরশুড়ায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সভাস্থল পরিদর্শন করেন কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল। কৃষকদের আর্থিক সহায়তা ও কল্যাণমূলক প্রকল্পকে সামনে রেখে আগামী ৫ নভেম্বর পুরশুড়া বিধানসভার বিদ্যাসাগর ময়দানে আসছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর এই সরকারি কর্মসূচিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। সভাস্থলের পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং



অন্যান্য আয়োজন খতিয়ে দেখতে সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল। এদিন কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গোঘাটের বিধায়ক তথা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি প্রশান্ত দিগার, পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ এবং আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ। তাঁরা সভাস্থল ঘুরে দেখেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন। কৃষকদের নিয়ে রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হওয়ায় এই সভাকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব তৈরি হয়েছে। সভাস্থল পরিদর্শনের পর কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল জানান, ‘কৃষকদের কল্যাণের কথা মাথায় রেখেই আগামী ৫ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী পুরশুড়ায় আসছেন। ওই দিন মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করবেন। রাজ্যের কৃষকদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কিষাণ কল্যাণ সম্মাননিধি প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’ কৃষি মন্ত্রী আরও বলেন, ‘কৃষকদের কল্যাণের জন্য আগামী ৫ নভেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুরশুড়ায় আসছেন। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী কিষাণ কল্যাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে রাজ্যের কৃষকদের প্রায় ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দেওয়ার বিষয়ে ঘোষণা করবেন। এই প্রকল্পে প্রত্যেক কৃষককে ২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। প্রায় ৪৩ লক্ষ কৃষক এই প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হবেন। পুরশুড়ার এই মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী সেই ঘোষণা করবেন।’ তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের পিএম কিষাণ নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের প্রকল্পের সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা মিলিয়ে কৃষকরা দুই দফায় আর্থিক সহায়তা পাবেন বলে দাবি করেন কৃষিমন্ত্রী। সবমিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে সভাস্থলে প্রস্তুতি জোরদার করা হচ্ছে। কৃষিমন্ত্রী ও বিধায়কদের পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে সেই প্রস্তুতির অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। কৃষকদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা এবং সরকারি কর্মসূচির কারণে পুরশুড়ার এই সভা আগামী দিনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে।

৩ নভেম্বর শিলিগুড়িতে ‘গণতন্ত্র বাঁচাও’ পদযাত্রা

অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র বিশাল সমাবেশের পরের দিনই ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সারা দেশে একটি পাল্টা প্রচার কর্মসূচি শুরু করেছে। দলের মতে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে তাদের সরকার এবং দলের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ চালানো হচ্ছে, আর এরই প্রতিক্রিয়ায় তারা এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। যার স্বরূপ এই শুভেন্দু অধিকারীর শিলিগুড়ির এই কর্মসূচি। এই দিন র‍্যালিটি বাঘাযতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড়ে গিয়ে শেষ হবে। বিজেপি নেতারা দলের অবস্থান তুলে ধরে তার সপক্ষে যুক্তি দিতে শুরু করেছেন এবং একই সঙ্গে বেশ কিছু পাল্টা প্রতিবাদ কর্মসূচি ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের ঘোষণা করেছেন। সারা দেশব্যাপী প্রচার অভিযানের অংশ হিসেবে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের ৫টি অঞ্চলে বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে। সোমবার কলকাতায় বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের নেতৃত্বে অনুরূপ একটি কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছিল। মঙ্গলবার ৩ রা নভেম্বর শিলিগুড়িতে পরবর্তী বড় কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

এই কর্মসূচিটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা দূর করো’। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল জানিয়েছেন, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত বিষয়গুলো তুলে ধরতে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে শিলিগুড়িতে একটি র‍্যালি আয়োজন করা হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী বিজেপির একটি র‍্যালিতে অংশ নেবেন যা বাগাযতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড়ে গিয়ে শেষ হবে। র‍্যালি শেষে এয়ারভিউ মোড়ে আয়োজিত জনসভায় তাঁর বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে। পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা জানান, মঙ্গলবারের সফরের সময় শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিই হল আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। এছাড়া শুভেন্দু অধিকারী যেসব স্থানে যেতে পারেন পুলিশ কর্মকর্তারা সেসব জায়গা পরিদর্শন করে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখেছেন। সূত্র অনুযায়ী নিরাপত্তা মূল্যায়নের অংশ হিসেবে পুলিশ দল ইতিমধ্যে শিলিগুড়িতে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাসভবনে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন প্রবীণ বিজেপি কর্মী মানিক সরকার, যিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সহকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। রাজ্য সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও মানিক সরকার উপস্থিত ছিলেন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ছিলেন। এছাড়াও ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষের বাসভবনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর মূল কর্মসূচিটি বিজেপির রাজনৈতিক কার্যক্রম হলেও সময়সূচী অনুযায়ী তিনি আরও কিছু জায়গায় যেতে পারেন। এছাড়া উত্তরবঙ্গে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক সদর দপ্তর ‘উত্তরকন্যা’-তেও তাঁর অল্প সময়ের জন্য যাওয়ার কথা রয়েছে।

তাজ গ্রুপ অফ হোটেলস এবং অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের উদ্যোগ

৮টি বড় হোটেল গড়ে উঠবে উত্তরবঙ্গে

সোমা মুখোপাধ্যায়

অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপ এবং তাজ গ্রুপের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আগামী পাঁচ থেকে ছয় বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ১১টি হোটেল গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রায় ২,৭০০ কোটি টাকার একটি বড় বিনিয়োগ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর।

সোমবার সকালে শিলিগুড়ির উত্তরায়ণে নবনির্মিত ‘অল্টেয়ার হাউস, আইএইচসিএল সিলেকশনস’-এ আইএইচসিএল (তাজ গ্রুপ অফ হোটেলস)-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও পুনীত ছাতওয়াল এবং অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন



নিওটিয়ার সঙ্গে একটি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ও ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে বলে জানান পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। মন্ত্রী জানিয়েছেন বিশেষ আশাব্যঞ্জক বিষয় হলো এই ১১টি হোটেলের মধ্যে ৮টিই হবে উত্তরবঙ্গে। এটি উত্তরবঙ্গে পর্যটন শিল্পকে দারুণভাবে চাঙ্গা করে তুলবে এবং কর্মসংস্থান, স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উল্লেখ যোগ্য সুযোগ সৃষ্টি করবে। তিনি আরো বলেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই এবং আশা করি যে উত্তরবঙ্গ আরও শক্তিশালী পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে উঠবে, যা ভারতের পর্যটন মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গকে আরও সুদৃঢ় অবস্থানে নিয়ে আসবে।

CORRIGENDUM

In the Public Notice dated 18th September published by RITESH GHANEKAR for loss of shares the number of shares has been in advently mentioned as 2320 shares instead of 2350 shares of rs 1 each. The rest of the content remains unchanged. Kindly take note of the same Ritesh Ghanekar Applicant

---

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি কোড, ২০১৬ এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
এপিটোম পেট্রোকেমিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U24249WB2007PTC117196
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা, পব ৭০০০১৩, ভারত
(মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ২ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের প্রদত্ত আদেশ অনুসারে অবসায়ন প্রক্রিয়ার অধীনে থাকা একটি কোম্পানি)
লিকুইডেটরের কার্যালয় : ১৬/২, টেম্পল গার্ডেনস, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩, ভারত

এপিটোম পেট্রোকেমিক্যাল প্রা. লি. (“**এপিটোম**” বা “**কর্পোরেট দেনাদার**”) বর্তমানে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চের ২ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের আদেশ অনুসারে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬ (“**আইবিসি**”)-এর বিধান অনুযায়ী অবসায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং শ্রী অনুব্রত গাঙ্গুলিকে এর লিকুইডেটর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর অধীনে গঠিত ‘কমিটি অফ ক্রেডিটরস’-এর ২৬.১০.২০২৬ তারিখের সভার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, IBC এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালার আওতায় এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কর্পোরেট দেনাদারের নির্দিষ্ট কিছু সম্পদ;যা “যেখানে যেমন আছে”, “যেখানে যা আছে”, “যেমন অবস্থায় আছে”, “যা কিছু আছে” এবং “কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত” বিক্রয় করা হবে;সেগুলো ই-নিলামের মাধ্যমে ক্রয়ে আগ্রহী সম্ভাব্য দরদাতাদের কাছ থেকে EOI, বিড আবেদনের ফর্ম, আনুষঙ্গিক নথিপত্র এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। **https://baanknet.com/** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে BaankNet-এর ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নির্ধারিত তারিখের আগেই বিড বা দর প্রস্তাব জমা দিতে হবে এবং সেখান থেকে সর্বোচ্চ যোগ্য দরদাতাকে ‘ফার্ম বিডার’ হিসেবে ঘোষণা করা হবে। নিচে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী, পরিষেবা প্রদানকারী BaankNet-এর মাধ্যমে **https://baanknet.com/** ওয়েবসাইটে এই ই-নিলামটি পরিচালিত হবে :

২১.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টার মধ্যে ই-নিলাম মাধ্যমে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(সি) অধীনে জমি এবং ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির সামগ্রিক সম্পদ এর সেট বিক্রি

সেট নং	যৌথভাবে সম্পদের সেট বিক্রি	সংরক্ষিত মূল্য(লাখ টাকায়)	ইএমডি (লাখ টাকায়) (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ)	ডাক বর্ধিতকরণের মূল্য ই-নিলাম সময়ে (লাখ টাকায়)
১.	৯৯ বছরের ইজারাভুক্ত জমি* (ইজারা শুরুর তারিখ ২৭.১১.২০০৭); ইজারা দলিল অনুযায়ী আয়তন ৩.২৪ একর; অবস্থান প্লট নং ১৬৩, ১৩২, ১৭৯ ও ১৯৪, নামলি, তুমলাবুং, রানিপুল, পূর্ব সিকিম-৭৩৭১৩৫। পুনঃপরিমাপে দেখা গেছে যে প্লটগুলো বিচ্ছিন্ন এবং আংশিকভাবে বেদখল ও অধিগ্রহণকৃত) * বিজ্ঞপ্তি নং 8/06/GOS/LR এবং DMD/Acq (তারিখ ১৬.০৮.২০১৪)-এর আলোকে বিবেচ্য জমির ওপর বিদ্যমান স্থাপনা ও অন্যান্য ১৪,০০০ বর্গফুটের প্রি-ফ্যারিকেটেড ফ্যাক্টরি শেড, ২,০০০ বর্গফুটের সুসজ্জিত প্রশাসনিক ভবন (অ্যাডমিন ব্লক), ৬,০০০ বর্গফুটের আরসিসি নির্মিত আবাসন, ৫,০০০ বর্গফুটের আরসিসি নির্মিত গুদাম, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি। যন্ত্রপাতিসমূহ ৩ সেট Husky Hypet 120 (P85/95), ২ সেট 415/332KVA ভলভো জেনারেটর, ABB 1000KVA ট্রান্সফরমার, ইলেকট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল এবং 300KVA Emerson UPS।	৩৬৩.৬	৩৬.৩৬	১.০০

৩ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে সংযোজিত সম্পদ ব্লক এর ই-নিলামের সম্পর্কিত শেষ তারিখ

ঘটনার ধরন	সময়সীমা
সম্ভাব্য ডাকদাতা কর্তৃক সাইট/প্ল্যান্ট পর্যবেক্ষণ	১৭.১১.২০২৬
প্রামাণ্য নথি দ্বারা ২৯এ ধারা অধীনে উপযুক্ততার ঘোষণা এবং বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ	১৯.১১.২০২৬
ই-নিলামের তারিখ	২১.১১.২০২৬

ই-নিলামের প্রধান নিয়ম এবং শর্তাবলী নিম্নরূপ :
ক) এই বিক্রয় মাননীয় এনসিএলটি, মাননীয় এনসিএলএটি, মাননীয় হাইকোর্টসমূহ, ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ এবং ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর বিধানাবলী ও তার অধীনে প্রণীত প্রবিধানমালা এবং আইবিবিআই (আইবিবিআই) কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশিকা সাপেক্ষে পরিচালিত হবে। আগ্রহী পক্ষগণকে ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় আপডেটসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য পেতে **support.baanknet@ psballiance.com**-এ নিয়মিত ইমেল করতে হবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সমস্ত শর্তাবলী, যার মধ্যে সমস্ত সংযোজন, সংশোধন এবং প্রদত্ত স্পষ্টীকরণ অন্তর্ভুক্ত, এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। সম্ভাব্য দরদাতারা লিকুইডেটর-এর কাছ থেকে স্পষ্টীকরণ চাইতে পারেন।
খ) এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, এটি কোনো প্রস্তাব নথি নয়।
গ) ই-নিলাম “যেখানে আছে সেই ভিত্তিতে”, “যেমন আছে যেখানে আছে সেই ভিত্তিতে”, “যেমন আছে যা আছে সেই ভিত্তিতে”, “যা কিছু আছে সেই ভিত্তিতে” এবং “কোনো প্রতিকার নেই সেই ভিত্তিতে” পরিচালিত হবে। এই ধরনের বিক্রয় লিকুইডেটর কর্তৃক কোনো প্রকার ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই হবে।
ঘ) ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের বিবরণ : **https://bankeauctions.com**
ঙ) আগ্রহী পক্ষদের তাদের আগ্রহপত্র (ইওআই), আবেদনপত্র, হলফনামা, অঙ্গীকারপত্র ইত্যাদি নির্ধারিত ফরম্যাটে নিলাম প্ল্যাটফর্মের **(https://baanknet.com/)** মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই সংক্রান্ত ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি, যেখানে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য বিস্তারিত শর্তাবলী, বিড আবেদনপত্র এবং অন্যান্য ফর্ম রয়েছে, তা **https://baanknet.com/** ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
চ) ই-নিলাম নির্ধারিত তারিখে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিবার পাঁচ মিনিটের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য সময় বাড়ানো যাবে।
ছ) প্রযোজ্য সকল কর ও অন্যান্য শুল্ক সফল দরদাতা বহন করবে।
জ) সম্ভাব্য দরদাতাদের, তাদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী যথাযথ যাচাই (Due Diligence) সম্পন্ন হওয়ার পর, ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি (E-Auction Process Information Document) অনুসারে ইএমডি জমা দিতে হবে। সম্ভাব্য দরদাতাদের আইবিবিআই (লিকুইডেশন) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর তফসিল I-এর ধারা ১ (৫এ)-এর অধীনে একটি ঘোষণাও জমা দিতে হবে যে, তারা দ্য ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর ধারা ২৯এ অনুযায়ী যোগ্য এবং যদি পরবর্তী কোনো তারিখে তাদের অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাদের ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। তদনুসারে, আইবিবিআই (লিকুইডেশন) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর তফসিল I-এর ধারা ১ (১২ডি) অনুসারে, দ্য ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর ধারা ২৯এ অনুযায়ী অযোগ্য প্রমাণিত হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম দ্বারা ঘোষিত ফার্ম বিডারকে আইবিবিআই (লিকুইডেশন) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর তফসিল I-এর ধারা ১(১২) অনুসারে তার অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় তার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। অসফল এবং অন্যথায় যোগ্য বিডারদের ইএমডি আইবিবিআই (লিকুইডেশন) রেগুলেশনস, ২০১৬ অনুসারে ফেরত দেওয়া হবে।
ঝ) দরদাতাদের নির্বন্ধিত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নিলাম পোর্টালের ওয়ালেটে ইএমডি জমা দিতে হবে।

স্বা/-
অনুব্রত গাঙ্গুলি,
লিকুইডেটর
এপিটোম পেট্রোকেমিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনে)
IBBI : IPA-001/IP-P-02662/22-23/14072

স্থান : কলকাতা AFA : IBBI/IPA-001/IP-P-02662/2022-2023/14072 ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত বৈধ
তারিখ : ০৩.১১.২০২৬ cirp.eppl@gmail.com | +৯১ ৯৮৩৬৬৮৮২৮

দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণী, হেস্টিংস, কলকাতা- ৭০০০২২
ফোন: (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, Email: periatea@lnbgroup.com, Website: www.periatea.com
CIN: L01132WB1913PLC220832

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সারাংশ

(টাকা লক্ষের অঙ্কে)

ক্র. নং	সকল	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধ বর্ষ		সমাপ্ত বর্ষ
		৩০.০৯.২০২৬ অনিরীক্ষিত	৩০.০৬.২০২৬ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৬ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত
১	অপারেশনস থেকে মোট আয়	৯৮৮.৬৩	২,০৫৬.৪৮	১,০৫৭.০৩	৩,০৪৫.১১	২,৭২৩.৬১	৬,৮৩০.৩২
২	উক্ত মেয়াদের নিট লাভ/ (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়াদির পূর্ববর্তী)	(৩৮০.১১)	১,০৩৫.৭১	(৫০৯.৩৩)	৬৫৫.৫৯	২৭০.৬৮	(২৭৬.২৩)
৩	কর পূর্ববর্তী উক্ত মেয়াদের নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়াদির পরবর্তী)	(৩৭৮.৮৭)	১,০৩৪.৪৭	(৫০৯.৩৩)	৬৫৫.৫৯	২৭০.৬৮	(২৮২.১৮)
৪	কর পরবর্তী উক্ত মেয়াদের নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়াদির পরবর্তী)	(৩১৭.৭১)	৯৮৯.৯১	(৫১১.৭৪)	৬৭২.১৯	২৭৩.১৭	(৬৬৭.০৫)
৫	উক্ত মেয়াদের মোট সমন্বিত আয় [মেয়াদের লাভ/ (ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সমন্বিত আয় (কর পরবর্তী) সমন্বয়ে গঠিত]	(৫৩৮.০৪)	১,১২৬.৫১	(৬৩৮.৯৯)	৫৮৮.৪৫	৬৫৩.৩৮	২৩,৭৮৬.০৭
৬	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকা দরে)	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯
৭	সংরক্ষণ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিটে প্রদর্শিত পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)						৪৪,৬৪২.৮৩
৮	প্রতি শেয়ারে আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা দরে)						
	মৌলিক	(১০.২৬)	৩১.৯৮	(১৬.৫৩)	২১.৭১	৮.৮২	(২১.৫৫)
	মিশ্রিত	(১০.২৬)	৩১.৯৮	(১৬.৫৩)	২১.৭১	৮.৮২	(২১.৫৫)

দ্রষ্টব্য:

১. বিবরণীটি অডিট কমিটি কর্তৃক তার ০২ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পর্যালোচিত হয়েছে এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক তার ০২ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক এর সীমিত পর্যালোচনা সম্পন্ন হয়েছে।

২. এই স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলসমূহ সংশোধিত কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ এর সাথে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস-এর স্বীকৃতি এবং পরিমাপের নীতিসমূহ অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩. কোম্পানি তার ব্যবসাকে চা , বিদ্যুৎ এবং বিনিয়োগ -এই তিনটি সেগমেন্টে বিভক্ত করেছে, যা "সেগমেন্ট রিপোর্টিং" নীতিমালার উপর ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস-১০৮-অপারেটিং সেগমেন্ট)-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৪. ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য মোট ১৯৪.৪৩ লক্ষ টাকার তামিলনাড়ুর অরালভাইমোঝিতে অবস্থিত উইন্ডমিল জমি এবং কোলহাপুরের সম্পত্তি বিক্রয়ের লাভ অন্যান্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৫. কোম্পানির কাছে প্লাসিড লিমিটেড -এর ৯৩,৫৯০টি ইকুইটি শেয়ার ছিল, যা তাদের পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ১৭.৪৩%। বিজ্ঞ এনসিএলটি, কলকাতা কর্তৃক তাদের ১৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখের আদেশ মোতাবেক যথাযথভাবে অনুমোদিত বন্দোবস্ত প্রকল্পের অধীনে অন্যতম হস্তান্তরকারী কোম্পানি হিসেবে প্লাসিড লিমিটেড ১ এপ্রিল, ২০২৪ ধার্য তারিখে মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড (এমএসইউএমএল)-এর সাথে একীভূত হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে অনুমোদিত শেয়ার বিনিময় অনুপাত অনুযায়ী, কোম্পানি প্লাসিড লিমিটেডে তার শেয়ারহোল্ডিংয়ের পরিবর্তে এমএসইউএমএল-এর ইকুইটি শেয়ার পাওয়ার অধিকারী। এমএসইউএমএল-এর শেয়ারগুলি ২৪ জুলাই, ২০২৬ তারিখে বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এই প্রতিবেদনের তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির ডিম

স্তব্ধ পেট্রাপোল বন্দর

শ্রমিক ও বন্দর কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: পেট্রাপোল বন্দরের শ্রমিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ লোডিং আনলোডিং। শ্রমিক ও বন্দর কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। শ্রমিকদের কাজের অধিকার পরিচয়পত্র এবং ইউনিয়নের ভাগ বণ্টনকে কেন্দ্র করে শ্রমিক অসন্তোষ ছড়াল পেট্রাপোল বন্দরে। বিএমএস ও এলপিআই-কে ঘিরে তৈরি হওয়া এই সমস্যার সমাধানে হস্তক্ষেপ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। জানা গিয়েছে গত ২৬ তারিখে রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার উপস্থিতিতে বিএমএস ও অন্যান্য ইউনিয়নকে নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি ১১টি ভুক্তভোগী কার্ড এক ঘণ্টার মধ্যে দেওয়ার আশ্বাস মিললেও সাত দিন পরেও তা কার্যকর হয়নি বলে



অভিযোগ শ্রমিকদের। আর তার জেরেই রবিবার থেকে লোডিং আনলোডিং বন্ধ রেখে প্রতিবাদ শুরু করেন শ্রমিকরা। পরবর্তীতে ঘটনার খবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের কানে পৌঁছতেই বিষয়টি সমাধান করতে পেট্রাপোল বন্দরে আসেন তিনি। এলপিআই ম্যানেজার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের উদ্যোগে শ্রমিক ও বিএমএস সংগঠনের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। সেখানে বিএমএস-১ ও বিএমএস-২ নামে বিভাজন করে যথাক্রমে ২০ ও ৫০ শতাংশ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই সিদ্ধান্তেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর জানান বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন মেনেই সমস্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। শ্রমিকদের কাজ দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হয়েছে বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে বিএমএস-এর নগর সেক্রেটারি রাজীব গোস্বামী এই বিভাজন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, লোডিং-আনলোডিংয়ের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে এবং নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন সেক্রেটারি রামপদ বিশ্বাসও শ্রমিকদের ন্যায্য ভাগ ও কাজের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন ১৯৯০ থেকে তারা পেট্রাপোলে কাজ করছেন। ২০১১ সালের তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর বিএমএস কে কাজ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনকে কাজ দিতে নিষেধ করেছেন।

মোথাবাড়িতে জমি দখলের প্রতিবাদে খুন এক কৃষক

আহত সেনাকর্মী-সহ ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জমি দখলের প্রতিবাদ করায় তৃণমূল আশ্রিত জমি মাফিয়াদের হামলায় খুন হলেন এক কৃষক। পাশাপাশি এই হামলার ঘটনায় জমির মালিক পেশায় আধা সামরিক বাহিনীর কর্মী-সহ জখম হয়েছেন মোট ৪ জন। আহতদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। রবিবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার হামিদপুর এলাকায়। হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সনাতন মণ্ডল ও মুকেশ মণ্ডল-সহ ২১ জনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আহত আধা সামরিক বাহিনীর কর্মী শশাঙ্ক শেখর যাদব। মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ১৩ জনকে আটক করা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত সনাতন এবং মুকেশ পলাতক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কৃষকের নাম শিবচরণ মণ্ডল। আহতদের নাম শশাঙ্ক শেখর যাদব, তিনি পেশায় সশস্ত্র সীমা বলে (এসবি) কর্মরত। বাকিরা হলেন যাদব পরিবারের মন্দিরের সেবাইত পার্থ যাদব, উজ্জ্বল মণ্ডল এবং মিঠুন মণ্ডল। এদিন জমি দখলের বাঁধা দিতে গিয়েই শিবচরণ মণ্ডলকে পিছন থেকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়। এই শিবচরণ ওই জমির ভাগচাষি হিসেবে কাজ করতো। তখনই সেখানে উপস্থিত অন্যান্যরা জমি মাফিয়াদের আটকাতে গেলে তাদেরকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় বলে অভিযোগ। পুলিশকে অভিযোগে আক্রান্ত আধাসেনা কর্মী শশাঙ্ক শেখর যাদব জানিয়েছেন, তাদের পৈতৃক ও দেবত্ব সম্পত্তি মিলিয়ে হামিদপুরে প্রায় ২০০ বিঘা জমি রয়েছে। কিন্তু তৃণমূল সরকারের জামানা থেকেই প্রায় দুবছর ধরেই এলাকার জমি মাফিয়া সনাতন মণ্ডল ও মুকেশ মণ্ডল দলবল নিয়ে তাদের জমি ধীরে ধীরে দখল করে আসছিল। এনিয়ে একাধিকবার মোথাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ প্রয়োজনীয় কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি সশস্ত্র সীমা বলের কোম্পানি কমানডেন্টের মাধ্যমেও মালদার পুলিশ সুপারকেও বিষয়টি জানানো হয়েছিল। তারপরও জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা যায়নি। আহত উজ্জলের স্ত্রী দেবী মণ্ডল বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। একসময় অভিযুক্তেরা তৃণমূলের প্রভাব খাটিয়ে একের পর এক সাধারণ মানুষের জমি দখল করে এসেছে। আমার স্বামী যাদব পরিবারের দেবত্ব সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ হিসেবে কাজ করতেন। এদিন জমি দখল করার খবর জানতে পেরেই ঘটনাস্থলে ওরা সবাই যায়। তখন পরিকল্পনা করেই একজনকে খুন করার পাশাপাশি অন্যান্যদের ওপর হামলা চালানো হয়।' মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির কার্যকর্তা নিবারণ ঘোষ বলেন, 'এলাকায় এখনও তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যায়ভাবে এদিন যাদব পরিবারের সম্পত্তি দখল নিয়েই খুন ও হামলার ঘটনাটি ঘটিয়েছে। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশকে জানানো হয়েছে।' মোথাবাড়ি তৃণমূল বিধায়ক নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, 'অপরাধীরা কখনওই কোনও দলের সমর্থক বা কর্মী হতে পারে না। বিজেপি যে অভিযোগ করছে তা ভিত্তিহীন। এই ঘটনায় দলের কেউ যুক্ত নেই।'

হিলি মোড়ে বিপুল বাজি উদ্ধার বালুরঘাট পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: কালীপুজোর আগেই নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল বালুরঘাট থানার পুলিশ। রবিবার রাতে বালুরঘাটের হিলি মোড় এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ শব্দবাজি ও নিষিদ্ধ আতশবাজি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া এই সমস্ত বাজির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা। ঘটনার বিবরণীতে জানা গিয়েছে, হিলি মোড়ে কিছু নিষিদ্ধ বাজির মজুত রয়েছে বলে পুলিশ বিশেষ সূত্রে খবর পায়। কোনও অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি বা দুষ্কৃতী দল এই বিপুল বাজি সেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে সটকে পড়ে। খবর পাওয়া মাত্রই বালুরঘাট থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং এলাকাটি ঘিরে ফেলে। এরপর সেখান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা সমস্ত নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে রাজ্যজুড়ে কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে কেবলমাত্র সবুজ বাজির মেলা ও ব্যবহারের প্রস্তুতি চলছে। ঠিক সেই আবহেই এই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধারের ঘটনায় প্রশাসনিক স্তরে উদ্বেগ ও এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। উৎসবের মরশুমে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটসাঁট করা হয়েছে। কোথা থেকে এই বাজিগুলি আনা হচ্ছিল, কে বা কারা সেগুলি সেখানে মজুত করেছিল এবং কোথায় সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল; সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

কালী এবং ছটপুজোয় অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা গ্রন্থাগার মন্ত্রীর, বিঁধলেন তৃণমূলকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কালীপুজো এবং ছট পুজোর এই দুই উৎসবের মুখে অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা করছেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরী শংকর ঘোষ। আর এই অন্তর্ঘাত ঘটানোর পিছনে সরাসরি তৃণমূলকেই বিঁধেছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যারা এতদিন সরকারে থেকে নৈরাজ্য চালিয়ে এসেছে, তাদের ক্ষমতা চলে যাওয়ায় যে কোনওপরিস্থিতিতে অন্তর্ঘাত ঘটানোর চেষ্টা করছে। আর তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ককরোচ, সিপিএম এবং কংগ্রেসও। দুর্গাপুজোয় চোরবাগানের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে তাই কালী ও ছট উৎসবের মুখেই যেকোনও ধরনের অন্তর্ঘাত ঠেকাতে প্রস্তুত রয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন।' সোমবার রাজ্য সরকারের নির্দেশেই মালদায় প্রশাসনিক বৈঠক করতে আসেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরী শংকর ঘোষ। এদিন দুপুরে কালেক্টরেট ভবনে কনফারেন্স হলে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী। এরপর ইংরেজবাজার শহরের মহানন্দা নদীর যেসব ঘাটগুলিতে ছট পুজোয় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়, সেখানকার পরিস্থিতি নৌকা করে পরিদর্শন করেন মন্ত্রী গৌরী শংকর ঘোষ। তার সঙ্গে ছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক অম্লান ভাদুরি, জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর, পুলিশ সুপার অনুপম সিংহ-সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

মূলত শহরের মিশনঘাট, বালুচর এলাকার মহানন্দা নদীর ঘাটগুলিতে ছট পুজোতে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। এছাড়াও শহরের একাধিক এলাকায় কালীপুজোর সময় প্রতিমা দর্শনেও প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। সেক্ষেত্রেই ভিড়ের মধ্যে কেউ কিছু অযথা বিভ্রান্ত ছড়ালে সাধারণ দর্শনার্থীরা যাতে দৌড়ঝাঁপ না শুরু করে দেয়, সে ব্যাপারেও প্রশাসন



থেকে প্রচার চালানোর কথা বলেছেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী এদিন বলেন, 'ছট পুজোয় আগের দিন বিকেলে এবং পরের দিন ভোররাত থেকে প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। মানুষকে বলবো কোথাও কোনওরকম ঘোষণায় বিচলিত হবেন না। প্রশাসন সব ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখবে। ছট পুজো বা কালীপুজোর বিসর্জনে কোথাও কোনওরকম সমস্যা হতে দেওয়া হবে না।' এদিকে রাজ্যের মন্ত্রীর এই মন্তব্য প্রসঙ্গে কালীঘাটপন্থী জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'চোরবাগানের যে ঘটনা ঘটেছে তাতে প্রশাসন ব্যার্থ। নিজেদের দোষ ওরা স্বীকার করছে না। তাই এভাবেই তৃণমূলের বিরুদ্ধেই অপপ্রচার করে নিজেদের দোষ ঢাকার চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে কোনও লাভ হবে না, মানুষ সব দেখছে।' জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন বিধায়ক অর্জুন হালদার এবং সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য দেবজ্যোতি সিনহা বলেন, 'চোরবাগানের ঘটনায় বিপর্যস্ত বিজেপি সরকার। আর ওরা এখন নিজেদের দোষ ত্রুটি ঢাকতেই ভুলভাল মন্তব্য করছে। আগামীতে ব্যালট বাক্সে এর জবাব সাধারণ মানুষই দেবে।'

দামোদরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার

আর্থিক সাহায্য বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দামোদর নদে স্নান করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া তরুণ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া রিপম দাসের (১৯) নিথর দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের গলসি থানার অন্তর্গত শিল্পাঘাট এলাকায়। সোমবার সকালে নিখোঁজ স্থান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে কাশপুরের কাছ থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে বোলপুর গ্রামের বাসিন্দা রিপম তাঁর চার বন্ধু সজল দাস, কার্তিক সেন, নিতাই দাস ও গৌরব রক্ষিতের সঙ্গে দামোদরে স্নান করতে নেমেছিলেন। স্নান করার সময় আচমকা প্রবল স্রোতে তলিয়ে যান রিপম। সঙ্গে থাকা চার বন্ধু অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও জলে তলিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান ওই তরুণ। খবর পেয়ে ঘটনার দিন থেকেই নিখোঁজ পড়ুয়ার খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ ও ডুবুরি দল। সোমবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে দামোদর নদের কাশপুর এলাকায় এক স্থানীয় জেলের জালে আটকে যায় রিপমের দেহ। খবর পেয়ে গলসি থানার পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসেন গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র। তিনি তাঁর প্রতিনিধি রিন্টু রায় ও স্ত্রী জয়ন্তী পাত্রকে নিহতের বাড়িতে পাঠান। বিধায়কের তরফ থেকে শোকস্তব্ধ পরিবারের হাতে ১০ হাজার টাকার একটি সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়। আগামী দিনেও পরিবারের পাশে বিধায়ক থাকবেন বলে আশ্বাস দেওয়া হয়।

বাঁকুড়ায় আটক দুই কেজি গাঁজা, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা পুলিশ অবৈধ মাদক কারবারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালিয়ে চোলাই মদের ঠেক ভাঙচে, গাঁজা, কাফ সিরাপ-সহ নানা মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে কারবারীদের গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরছে। তবু এর সঙ্গে যুক্ত কারবারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েও অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের ঠেকাতে পারছে না। রবিবার রাতে খবর পেয়ে জয়পুর থানার পুলিশ অভিযান চালায় জয়পুর হাটতলা এলাকায়। রাতভর অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে গাঁজা মজুত ও বিক্রির অভিযোগে দেবাশিস দে নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার তাকে বাঁকুড়া আদালতে তোলা হয়। এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সমগ্র বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

SBI

এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯)
২৩এ/৪৪ এক্স, ৩য় ফ্লোর, জীবন তারা বিল্ডিং,
ডি.এইচ. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩,
ই-মেইল : sbi.17899@sbi.co.in

যানবাহন নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ : নাম : অদিতি সরকার, মোবাইল নং : ৯৮৭৪৭১৭১৬৪, ই-মেইল আইডি - sbi.17899@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১২.১১.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিড থেকে ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় : ০৯.১১.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরড পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট / বন্ধক / চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সিকিউরড পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা **১২.১১.২০২৬ তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে**

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ

ঋণগ্রহীতা : শ্রী অরিজিৎ সরকার, অ্যাকাউন্ট নং : ৪১৯১৯৭৬১৬৪৯। সংরক্ষিত মূল্য : জিএসটি সহ ৫,৬৪,০০০/- টাকা। আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) ৫৬,৪০০/- টাকা হবে এবং বিড বৃদ্ধির মূল্য ২,০০০/- টাকা হবে।
গাড়ির বিবরণ : মেক অ্যান্ড মডেল : Hyundai India Ltd.HYUNDAI VENUE SX IMT, **রেজিস্ট্রেশন নং :** 23BH7711E **ইঞ্জিন নং :** G3LCPM861603, **চ্যাসিস নং :** MALFE81ALPLPM471031, **তৈরির বছর :** ২০২৩

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক https://www.bankeauctions.com বা support@bankeauctions.com দেখুন

তারিখ : ০৩.১১.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, কামলগাজী মোড়ের নিকট
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১০৩, ই-মেইল : sbi.64202@sbi.co.in

সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(রা) / গ্যারান্টার(রা) ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট সুবিধার মূল এবং সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছে এবং সেগুলিকে নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় তাদের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা হয়তো যথাযথভাবে তা পাননি এবং সেইজন্য এই নোটিশের মাধ্যমে তাদের জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারের নাম ঠিকানা/ ব্রাঞ্চের নাম সহ	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ	এনপিএ-র তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা** **শ্রী প্রীতম মণ্ডল** পিতা- পঙ্কজ কুমার মণ্ডল **এবং** **শ্রীমতী অনিশা মণ্ডল** **স্বামী- পঙ্কজ কুমার মণ্ডল** **উভয়ের ঠিকানা** : সঞ্জয় পল্লী, দিঘিরপাড়, ক্যানিং, পোঃ-ক্যানিং টাউন, থানা-ক্যানিং জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩২৯। **লোন অ্যাকাউন্ট নং-** **৪৪১৩৭৭০৬৮৪২ (এইচবিএল)** **ব্রাঞ্চের নাম** **বাসন্তী ব্রাঞ্চ (১২২৩৮)**	**অংশ - ২** **টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ** প্রায় ২ কাঠা ৬ ছটাক ১৪ বর্গফুট অর্থাৎ ৪ ডেসিম্যাল জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা-মাতলা, জে.এল. নং- ৬৮, আর.এস. খতিয়ান নং-১৮২২ এর অধীনে আর.এস. দাগ নং- ৩১৯৭/৭১২৪ এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর. খতিয়ান নং-৮১০৬, ১০৫৭৮(নতুন) ৭৬৩৬(পুরানো) এর অধীনে এল.আর. দাগ নং- ৩৭৭১/৩৮৩৫ এর সাথে সম্পর্কিত, থানা - ক্যানিং, মাতলা - ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এডিএসআর মাতলার এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত। **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ :** উত্তরে : দুলাল মাঝির সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৬'-০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে : অনন্ত কুমার হালদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : অনিশা মণ্ডল হালদারের সম্পত্তি। **ডিডের বিবরণ :** ১. **২০২৪ সালের জন্য ১৬১২০৭৬২২** নং হিসাবে, এডিএসআর মাতলার অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত গিফট ডিড এবং বুক-১, ভলিউম নং- ১৬১২-২০২৪, ১৩১৮২৬ থেকে ১৩১৮৪২ নং পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা হয়েছে। ২. **২০১৬ সালের জন্য ১৬১২০৭৪২৯** নং হিসাবে, এডিএসআর মাতলার অফিসে নিবন্ধিত ডিডের অংশ এবং বুক-১, ভলিউম নং- ১৬১২-২০১৬, ১৫০৪০৪ থেকে ১৫০৪১৯ নং পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা হয়েছে। **মালিক-শ্রী প্রীতম মণ্ডল এবং শ্রীমতী অনিশা মণ্ডল**	০৬.১০.২০২৬	২৮.০৯.২০২৬	**২২,০৩,৮১০.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ তিন হাজার আটশো দশ টাকা) ০৬.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী।** আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে আপনার ভবিষ্যতের সুদও প্রদেয়।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এতদ্বারা উপরের ঋণগ্রহীতা(দের) এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে অ্যাক্ট এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
দ্রষ্টব্য : সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে আমাদের পূর্ববর্তী নোটিশগুলি, যদি থাকে, আগে পাঠানো হয়েছে, বাতিল করা হয়েছে।

তারিখ : ০৩.১১.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বারুইপুর — এইচএলসি বারুইপুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড,
কলকাতা - ৭০০০৫৪। ই-মেইল : sbi.15342@sbi.co.in

সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(রা) / গ্যারান্টার(রা) ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট সুবিধার মূল এবং সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছে এবং সেগুলিকে নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় তাদের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা হয়তো যথাযথভাবে তা পাননি এবং সেইজন্য এই নোটিশের মাধ্যমে তাদের জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারের নাম ঠিকানা/ ব্রাঞ্চের নাম সহ	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ	এনপিএ-র তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা** **রাজু চক্রবর্তী** **পিতা- গৌতম চক্রবর্তী** **ঠিকানা** ঘোলা, শ্রীকৃষ্ণ চ্যাটার্জী রোড, ঘোলা হাই স্কুলের কাছে, কলকাতা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১১১। **অন্যান্য ঠিকানা** ফ্ল্যাট ৪সি, ৪র্থ ফ্লোর, হোল্ডিং নং ৩১, ৭/৩০ পূর্ব পল্লী, ওয়ার্ড নং ২২, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭০০১১০ **লোন অ্যাকাউন্ট নং-** **৪৩৩৬৪৫০০৮৯৫ (এইচবিএল)** **৪৩৩৬৪৪৮৫১০৭ (সুরক্ষা লোন)** **ব্রাঞ্চের নাম :** **এইচএলসি বিধাননগর**	**শিডিউল 'সি'** **অংশ - ১** **(অনুগ্রহ করে নথিতে উল্লেখিত স্টক, বুক ডেবটস, রিসিভেবলস, কনজুমেবল স্টোর এবং স্পেয়ার্স এবং হাইপোথিকেটেড মুভ্যাবল প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি সহ বর্তমান সম্পদ, ইত্যাদি সমস্ত হাইপোথিকেটেড সম্পত্তির উল্লেখ করুন (শিডিউল 'বি')**
স্টক এবং বুক ডেবটস-এর হাইপোথিকেশন।
অংশ - ২
(অনুগ্রহ করে বন্ধকী নথি/ডিড-এর রেফারেন্স থাকা নথিতে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ উল্লেখ করুন) (শিডিউল 'বি')
সম্পত্তির বিবরণ :
শিডিউল - 'এ'
ডিড নং I-6933/2024, এ.ডি.এস.আর. সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা। তারিখ - ২৩.০৯.২০২৪, বুক ১-এ নিবন্ধিত, ভলিউম নং ১৫২৪-২০২৪, ২০২৯৮৩ থেকে ২০৩০১৫ নং পৃষ্ঠা। ২০২৪ সালের জন্য ১৫২৪০৬৯৩৩ নং। পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির এখতিয়ারের মধ্যে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৩১, প্রেমিসেস নং ৭/৩০, পূর্বপল্লী, ওয়ার্ড নং ২২-এর অধীনে, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনার অধীনে, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮১২, ১৮১০, ১৮২৭, ১৮১৪, ১৮১৬, ১৮০৯, ১৮১৩-এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ১৪৬১-এর সমতুল্য, মৌজা রামভদ্রবাটি নং ৬৪-এ অবস্থিত এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার সহ, এর উপর অবস্থিত প্রায় ১০০ বর্গফুট টাইল শেড কাঠামো, সিমেন্ট করা মেঝের সাথে প্রায় ৫ কাঠা ০৮ ছটাক পরিমাপের একটি বাস্তু জমির প্লটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল,

দীপাবলিতে দিল্লিতে বাজি পোড়ানোয় সুপ্রিম-অনুমতি



নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর: দীপাবলিতে আতসবাজি জ্বালিয়ে আলোর উৎসবে মাতেন আমজনতা। সেই আবেগকে মাথায় রেখেই দিল্লিতে বাজি পোড়ানোর অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। কখন কীভাবে বাজি পোড়ানো যাবে, তার সময়সীমা অবশ্য বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বলা হয়েছে, বাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ করে দিলে দিল্লির দূষণ সমস্যা মিটবে এমন কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য মেলেনি। তাই নিষেধাজ্ঞা চাপানো হল না।

সোমবার শুনানি চলাকালীন শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, দিল্লিতে কেবলমাত্র 'গ্রিন ক্র্যাকার' বা পরিবেশবান্ধব বাজি পোড়ানো যাবে। দীপাবলির আগের দিন এবং দীপাবলির দিন, অর্থাৎ আগামী ৭ এবং ৮ নভেম্বর বাজি পোড়ানো যাবে। সকাল ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত এবং রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত-এই তিন ঘণ্টার মধ্যেই বাজি পোড়াতে পারেন আমজনতা। ৯ নভেম্বর থেকে বাজি পোড়ানো একেবারে বন্ধ করতে হবে বলে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র, বৃদ্ধাশ্রমের মতো জায়গার ৩০০ মিটার এলাকায় বাজি পোড়ানো যাবে না।

সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া পিটিশনের আবেদনকারীদের দাবি ছিল, বাজি পোড়ানোয় সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ করে বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চ জানাল, দিল্লির দূষণ রুখতে বাজি পোড়ানো একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক, সেটা উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ করে দিলে দূষণ সমস্যা মিটবে, সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মতো পর্যাপ্ত তথ্য আদালতের হাতে নেই। সেকারণেই সবুজ বাজি পোড়ানোর অনুমতি দিল শীর্ষ আদালত। দিল্লি-এনসিআরের বায়ুদূষণ সংক্রান্ত একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা এবং বাজি তৈরিতে নিষেধাজ্ঞার দাবিতে দায়ের হওয়া অপর একটি আবেদনের শুনানি চলছিল সুপ্রিম কোর্টে। গত সপ্তাহেই এই মামলার শুনানিতে বাজির উপরে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চায়নি আদালত। তবে দুই বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, প্রশাসন বাস্তবে কড়া ভাবে নিয়ম কার্যকর না করলে আদালতের বার বার নির্দেশ দেওয়ার কোনও অর্থই থাকে না। বেঞ্চের মন্তব্য, 'এর সঙ্গে প্রতিটি জীবের ভাল-মন্দ জড়িয়ে রয়েছে। বাস্তবে কার্যকর না করলে নির্দেশ জারি করার কোনও মানে হয় না, তা প্রহসনে পরিণত হয়।'

রামমন্দিরে অনুদান চুরি মামলায় 'সিটে'ই ভরসা সুপ্রিম কোর্টের



নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর: অযোধ্যায় রামমন্দিরে অনুদান চুরির অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়টিতে নতুন করে নাক গলাবে না সুপ্রিম কোর্ট। এই সূত্রে সিবিআই তদন্তের আর্জিও খারিজ করল শীর্ষ আদালত। এদিন শুনানিতে উত্তরপ্রদেশ সরকার আদালতকে জানায়, এই ঘটনায় আটজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এরপরই 'সুপ্রিম' নজরদারি বন্ধ করার কথা জানায় বিচারপতিদের বেঞ্চ। পাশাপাশি আবেদনকারীকে আইনি প্রক্রিয়ায় সাহায্য করার কথাও বলল শীর্ষ আদালত। অভিযোগ, রামমন্দিরে নগদ প্রণামী জমা পড়েছিল ৩,৫০০ কোটি টাকারও বেশি, সঙ্গে অগণিত সোনা-রুপোর গয়না। এই ধনরাশির একটা বড় অংশের কোনও হদিশ মিলছে না।

শীর্ষ আদালতে শুনানি চলাকালীন উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সিটের তদন্ত রিপোর্ট পড়ে শোনান কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। ওই স্টেটাস রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজে অন্তত ১০৫টি চুরির ঘটনা ধরা পড়েছে। ওই ফুটেজ থেকেই চিহ্নিত করা গিয়েছে একাধিক ব্যক্তিকে। অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণও পেশ করা হয়েছে আদালতে।

মামলা উঠেছিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও ভি মোহনার বেঞ্চে। আবেদনকারীরা রামমন্দিরে অনুদান চুরির ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। যদিও তিন বিচারপতির বেঞ্চ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে আইন অনুযায়ী মামলাটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে আদালত স্পষ্ট করেছে, এই আদেশের কারণে কোনও পক্ষ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কারণ অভিযোগগুলির সারবত্তা নিয়ে সর্বোচ্চ আদালত কোনও মত প্রকাশ করেনি। তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলে, 'যেহেতু এতে জনস্বার্থের বিষয়টি জড়িত রয়েছে, তাই আবেদনকারীকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সাহায্য করার অনুমতি দেওয়া হল। কারণ আইন অনুযায়ী অপরাধের শিকার ব্যক্তিরাও আদালতকে সহায়তা করতে পারেন।'

শ্রমিক বিক্ষোভে অশান্তি অব্যাহত বাংলাদেশে



ঢাকা, ২ নভেম্বর: বাংলাদেশে অব্যাহত পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ। সোমবারও সকাল থেকে ঢাকা, গাজীপুরের বেশ কিছু জায়গায় পথ অবরোধ হয়েছে। বিক্ষোভ হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়েছে। ভাঙচুর হয়েছে গাড়িও। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গাজীপুরের প্রায় ১৫০ পোশাক কারখানা সোমবার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সোমবার সকালে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন পোশাকশ্রমিকেরা। ঢাকা-টাঙ্গাইল সংযোগকারী রাস্তাও অবরোধ করা হয় সফিপুর পল্লী এলাকায়। ঢাকার সাভারে আশুলিয়াতেও সোমবার সকাল থেকে বিক্ষোভ শুরু হয়। সেখানে বিক্ষোভকারীদের হটাতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে পুলিশ। উত্তেজনার মাঝে বিক্ষোভকারীরাও একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন বলে অভিযোগ। মিরপুরেও এ দিন বিভিন্ন অলিগলি দিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে রাস্তায় নামার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদেরও ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ। পুলিশ এবং আধাসেনা বাহিনী (বিজিবি) বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে একপ্রস্ত সংঘর্ষ হয় সেখানে। ইটের আঘাতে জখম হন বিজিবির এক সদস্য। গাজীপুরেও এ দিন দুপুরে একাধিক গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। পুলিশের একটি গাড়িতে তাণ্ডবের পর সেটিতে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন পুলিশের গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনার কথা নিশ্চিত করেছেন। দ্য ডেলি স্টারকে তিনি জানান, দুপুরে পুলিশের একটি পিকআপ ভ্যানে শ্রমিকেরা আগুন ধরিয়ে দেন।

৮ হাজার পুলিশের কড়া প্রহরায় পোলিয়ো টিকাকরণ করাচিতে



ইসলামাবাদ, ২ নভেম্বর: পোলিয়ো টিকা দিতে যাওয়া স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা দিতে এ বারও কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে পাকিস্তান। শুধু করাচি শহরেই টিকাকরণে নিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে ৮০০০-এরও বেশি পুলিশকর্মী। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে টিকাকরণ অভিযান শুরু হয়েছে বালোচিস্তান প্রদেশেও।

পাকিস্তানে পোলিয়ো টিকাকরণ কর্মসূচি ঘিরে এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। সে দেশের কট্টরপন্থীদের একটি অংশ ধারাবাহিক ভাবে পোলিয়ো টিকাকরণ কর্মসূচির বিরোধিতা করে আসছে। পোলিয়ো-টিমের উপর হামলার ঘটনাও ঘটেছে। পোলিয়ো টিকাকরণকে এক ধরনের 'বিদেশি ষড়যন্ত্র' বলে প্রচার করেন পাকিস্তানের কট্টরপন্থীদের একাংশ। এই টিকাকরণের ফলে মানুষের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব চলে আসতে পারে; এমন ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হয় মানুষের মধ্যে। তার জেরে প্রায়শই পোলিয়ো টিকা দিতে গিয়ে হামলার শিকার হন পাকিস্তানের স্বাস্থ্যকর্মীরা। পাকিস্তানে শিশুদের পোলিয়োর টিকা দিতে গিয়ে অতীতে বার বার জঙ্গি হামলার শিকার হয়েছে স্বাস্থ্যকর্মীদের কনভয়। গত সেপ্টেম্বরেও বালোচিস্তানের নুশকি জেলায় খুন হন পোলিয়ো টিকাকর্মীদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুই পুলিশকর্মী। এরই মধ্যে সম্প্রতি পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে পোলিয়োয় আক্রান্ত হওয়ার খবর মেলে। এ অবস্থায় সোমবার থেকে পাকিস্তানে সপ্তাহব্যাপী পোলিয়ো টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। অতীতের বিভিন্ন সময়ে পোলিয়ো টিকাকরণের সময়ে অশান্তির কথা মাথায় রেখে আরও সতর্ক করাচির পুলিশ।

রাস্তা নির্মাণের সময় তড়িদাহত হয়ে ৮ কর্মীর মৃত্যু

জয়পুর, ২ নভেম্বর: ভয়ংকর দুর্ঘটনা রাজস্থানে। রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলায় রাস্তা নির্মাণের সময় তড়িদাহত হয়ে অন্তত ৮ জন নির্মাণকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও তিনজনের গুরুতর আহত হওয়ার খবর জানিয়েছে পুলিশ।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। ভজনলাল বলেছেন, 'ঝুনঝুনুতে তড়িদাহত হয়ে শ্রমিকদের মৃত্যুর খবর দুঃখজনক। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁদের আত্মা শান্তি পাক। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। ওম শান্তি!'

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তা তৈরি হচ্ছিল সড়ক নির্মাণকারী যন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু আচমকাই যন্ত্রটি মাথা ১১,০০০ ভোল্টের ওপর দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক লাইনের সংস্পর্শে এলে আচমকাই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান ওই শ্রমিকরা। ঘটনাটি ঘটেছে কদম কুন্ডের কাছে ছাপোলি গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে একটি সড়ক নির্মাণের কাজ চলছিল সেখানে। কিন্তু আচমকাই এমন এক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় এলাকার মানুষ শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ায়।

জেলার কালেক্টর অরুণ গর্গ জানিয়েছেন, আহতরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED



This is the photograph of **Sanjay Das,** Father's Name - **Shusanta Das**, of Vill - Udayrampur, PO - Kanyanagar, PS - Bishnupur, Dist - South 24 Pgs, Who has been missing since 03.10.2026, at about 07.30 hrs, Residential area under Bishnupur PS, Description of this Missing person is: **Age** - 32 Years (Approx), **Height** - 5 Feet 5 Inch (Approx), **Complexion** - Fair, **Wearing** - White shirt & formal Pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.

ICA-D 1664(3)/2026

GOVT. OF WEST BENGAL
Irrigation and Waterways Directorate
Corrigendum of S.N.I.T.No. WBIW /EE/MHQD/SNIT-04/2026-27
Offline SNIT-Tender is being invited by the Executive Engineer Mayurakshi Head Quarters Division, Suri, Birbhum from the eligible bonafied contractors for 01 (One) no. emergent work under SDS (M). Last date of Submission of Tender is extended **05.11.2026 upto 14:00 Hrs.** Other details of tender notice may be seen at website **www.iwd.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Mayurakshi Head Quarters Division
Suri, Birbhum

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender ID-**2026_WBPWD_5082097_1.** NIeQ Reference No.- **33/A.E./J.S.D./P.W.D. of 2026-27.** Sudakshina Police Housing Estate Withdrawing and installation of 7.5 H.P. pump motor set from bore hole near block 'K' under Jadavpur Sub-Division. **Last Date of Bid Submission 11.11.2026 up to 10:00 a.m.** Corrigendum if any will be published in website only. Details may be seen from the departmental Website & in office notice board. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Jadavpur Sub-Division.
ICA- T19519(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No : 13/EE/O&M-VI/W&S/ KMDA/2026-27
e-Tender is invited by Executive Engineer, (O&M-VI), GRWW, W&S Sector, KMDA, P.O.-Bidhangarh, Kolkata-700066, from eligible, experienced and resourceful contactors with sufficient financial capacity, for the work, **Name of work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Repairing and renovation of 750 mm dia MS Pipe line over Moni Khali canal along BBT Road near Pier No 95 within Maheshtala Municipality., Rs.3,59,020/-, Rs.7,200/-, 30 days, **End date & time of Bid Submission:** 30.11.2026 at 18:45 Hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-691)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T19484(1)/2026

OFFICE OF THE
PASCHIM MEDINIPUR ZILLA PARISHAD
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
Notice Inviting Tender is hereby called from resourceful and eligible Contractors for above NIT(s). Intending bidders may download tender documents of **PMD/N-221 to 265/2026-27** from e-procurement portal from **03.11.2026 at 10-00** Hours to **13.11.2026 upto 17.00.** For details visit e-procurement portal of Govt. website **www.tenders.wb.gov.in**
Sd/-
District Engineer
Paschim Medinipur Zilla Parishad
Memo No. 790(3)/Advt./ICA/Paschim Medinipur
Dated: 02.11.2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 13/EE/ED-III/EM/KMDA/ 2026-27
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-III, E-M Sector, KMDA, 39A/38, P.G.M. Shah Road, Kolkata-700095, from eligible agencies, for the work, **Name of Work, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Supply of new luminaries & some allied works for illuminating under and beside Baghajatin ROB, Rs.1,82,479/-, Rs.3,650/-, 15 working days, **End date & time of Online Bid submission:** 13.11.2026 at 13.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-696)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T19486(1)/2026

Corrigendum Notice
In connection with the mentioned NI(e)T No. 10/Toilet Block(SBM)/2026-2027, Date 12/10/2026 & Tender ID No-2026_MAD_5079349_1 to 20 bid submission date & time has been changed due to server problem. Date and time of closing of submission of technical bid & financial bid at 06/11/2026 up to 05.00 PM. Others details can be seen from the www.tenders.wb.gov.in & Notice Board of the undersigned or website www.egramunicipality.org.in
Sd/- Chairman
Egra Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-16/26-27 Dated 02.11.2026
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1048167_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1) SITC of Bed-cum-Passenger Elevator and allied EI Work for G+3 storied Male ward at Calcutta Pavlov Hospital---EI Work. vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-55/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5082150_1. submission end date (online) for the job is 17/11/2026 upto 14.00 P.M. Detail information /download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, https://tenders.wb.gov.in/& http://pwdwb.in Sd/-(BIKASH DUTTA) Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division P.W.Dte.
ICA- T19516(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1) Renovation of Electrical Installation work in connection with Civil renovation work at Male Dining hall of Calcutta Pavlov Hospital..vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-56/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5082593_1. submission end date (online) for the job is 25/11/2026 upto 14.00 P.M. Detail information /download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, https://tenders.wb.gov.in/& http://pwdwb.in Sd/-(BIKASH DUTTA) Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division P.W.Dte.
ICA- T19517(1)/2026

LEE HOUSING CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.
Registration No. 112/RTAH/MIG of 2018 dated 02-11-2018
Regd. office: Ramhrishnapur (E), Behala, P.O. Barasat, North 24 Parganas, Kolkata - 700124
All members of Lee Housing Co-Operative Society Ltd., bearing Registration No. 112/RTAH/MIG of 2018 dated 02-11-2018 having its registered address at Ramhrishnapur (E), Behala, P.O. Barasat, North 24 Parganas, Kolkata – 700124 are hereby informed that the election to the Board of Directors (B.O.D) of Lee Housing Co-Operative Society Ltd., is scheduled to be held on 14.12.2026 at 1 P.M. at the office of Joint Registrar of cooperative Societies, RTAH Cell, Cooperation Directorate, HIDCO Bhaban, New Town, Kolkata – 700156.

Sl. No.	Name	Father's/ Husband Name	Membership No.	Date of Membership
1.	Sajal Karmakar	Debendra Nath Karmakar	1	02.11.2018
2.	Arabinda Mondal	Late Rasik Lal Mondal	4	02.11.2018
3.	Shinjini Kumar	Sunil Kumar	8	02.11.2018
4.	Sudam Nandi	Paresh Nath Nandi	9	09.12.2020
5.	Puspak Chakraborty	Partha Sarathi Chakraborty	10	09.12.2020
6.	Puspita Barman	Sahadeb Barman	11	09.12.2020
7.	Bimal Kanti Banerjee	Monmohan Banerjee	13	01.03.2023
8.	Jayanta Nath Majumder	Janardan Majumder	14	14.07.2023

In this regard, the Draft Voter List as stated above was published on 03.11.2026. Any claims or objection regarding the Draft Voter Lists if any is to be raised before the undersigned on or before 16.11.2026 and will be heard on 17.11.2026 between 1 P.M. and 3 P.M. of the working days.
By Order
Bishakha Sengupta
C.D.O / RTAH Cell HIDCO Bhaban
&
A.R.O.
Lee Housing Co-Operative Society Ltd.

ময়দান

বৈভব-অভিষেকের ব্যাটে ঝড় তোলার প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৩ বছরের অপেক্ষা কি এ বার শেষ হবে? এশিয়ার উঠতি ক্রিকেটারদের সেরা হওয়ার লড়াইয়ে এবার আর কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারত। গতবার পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কাছে হেরে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল ভারতীয় দলকে। সেই ব্যর্থতার জবাব দিতেই আসন্ন রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে শক্তিশালী দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। আর সেই দলে তারুণ্যের ঝড় তুলতে রয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী ও অভিষেক শর্মা। অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন তিলক বর্মা। বাংলা থেকে সুযোগ পেয়েছেন শাহবাজ আহমেদ। চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরছেন হর্ষিত রানাও। ১৯ থেকে ২৯ নভেম্বর কাতারে হবে এই প্রতিযোগিতা। এবার টি-টোয়েন্টির বদলে এক দিনের ফরম্যাটে হবে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ। ভারতের ১৫ সদস্যের দলে রয়েছেন অভিষেক, বৈভব, রিঙ্কু সিং এবং প্রিন্স যাদবের মতো পরিচিত মুখ। উইকেটরক্ষক হিসাবে দলে রয়েছেন প্রভসিমরন সিং ও কুমার কুশাগ্র। সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে আইপিএলে দু'বার চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক রজত পাতিদারকে।

বিশেষ নজর থাকবে বৈভব ও অভিষেকের দিকে। দু'জনেই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত। তাঁদের এক দিনের ক্রিকেটের উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যেই এই প্রতিযোগিতায় সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মাত্র ১৪৩ রানেই শেষ বাংলা, ঘরের মাঠেও অব্যাহত ব্যাটিং বিপর্যয়! বল হাতে লড়াইয়ে শামি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রনজি ট্রফিতে জয়ের হ্যাটট্রিক করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল বাংলা শিবির। কিন্তু সেই সাফল্যের মধ্যেও যে সমস্যাটা বারবার সামনে আসছিল, তার কোনও সমাধান এখনও খুঁজে পেল না লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। ব্যাটিং বিপর্যয় যেন বাংলার পিছুই ছাড়ছে না। প্রতিটি ম্যাচেই টপ অর্ডারের ব্যর্থতা দলকে চাপে ফেলে দিচ্ছে। কখনও অভিষেক পোড়েল, কখনও শাহবাজ আহমেদ কিংবা অন্য কোনও ব্যাটারের লড়াইয়ে সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছচ্ছে বাংলা। শেষ পর্যন্ত বোলারদের হাত ধরেই আসছে জয়। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইডেনেও সেই একই ছবির পুনরাবৃত্তি। তবে এবার শুধু টপ অর্ডার নয়, মিডল অর্ডারও প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ।

প্রায় এক বছর পর ঘরের মাঠ ইডেনে খেলতে নামল বাংলা। ম্যাচের শুরুতেই টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় মহারাষ্ট্র। তাদের সেই সিদ্ধান্ত যে কতটা কার্যকর হতে চলেছে, তা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি। শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে বাংলার ব্যাটিং লাইনআপ। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণও ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে বেরোতে পারলেন না। মাত্র ১০ রান করে ফিরে যান তিনি। এরপর অঙ্কুর পালের ইনিংসও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাঁর সংগ্রহ মাত্র ১ রান।

বাংলার ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা সুদীপ কুমার ঘরামিও বড় রান করতে পারলেন না। ১৯ রান করে তাঁকে ফিরতে হয় সাজঘরে। সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালকে উপরের দিকে ব্যাট করতে পাঠিয়েও কোনও লাভ হয়নি। কোনও রান না করেই আউট হন তিনি। অন্যদিকে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাটে খারাপ সময় অব্যাহত। এদিনও মাত্র ৭ রান করে আউট হন তিনি। ফলে দ্রুত চাপে পড়ে যায় বাংলা।

পরপর উইকেট হারিয়ে যখন বাংলার ইনিংস কার্যত দিশাহীন, তখন কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন অভিষেক পোড়েল। তাঁর ৫৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস বাংলাকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছতে সাহায্য করে। তাঁকে সঙ্গ দেন প্রদীপ্ত প্রামাণিক। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৩১ রান। কিন্তু বাকিদের ব্যর্থতায় সেই লড়াই যথেষ্ট হয়ে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত মাত্র ১৪৩ রানেই শেষ হয়ে যায় বাংলার প্রথম ইনিংস। ইডেনের মতো মাঠে এই স্কোর যে প্রতিপক্ষকে খুব বেশি চাপে ফেলবে না, তা বলাই যায়।

তবে ব্যাটারদের ব্যর্থতার পর বল হাতে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু করেন বাংলার পেসাররা। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মহম্মদ শামি। নিজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মহারাষ্ট্রের দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটারকে ফিরিয়ে দেন তিনি। প্রথমে ওপেনার পৃথ্বী শ-এর উইকেট তুলে নেন শামি। ১২ রান করার পর শামির বলে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফেরেন তিনি। এরপর দিগ্বিজয় পাটিলকেও ফিরিয়ে দেন বাংলার তারকা পেসার। ফলে মাত্র ২১ রানেই দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় মহারাষ্ট্র। বাংলার ইনিংসের ব্যর্থতার পর শামিদের এই লড়াই কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে সমর্থকদের।

মুকেশের পাঁচ, সিরাজের চারেও স্বস্তি নেই ভারত 'এ' দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুই পেসারের সম্মিলিত দাপটে নিউজিল্যান্ডের ইনিংস দ্রুত শেষ করার স্বপ্ন দেখেছিল ভারত। কিন্তু শেষ মুহূর্তের প্রতিরোধে সেই স্বপ্ন ধাক্কা খেল। মুকেশ কুমার ও মহম্মদ সিরাজ মিলে ৯টি উইকেট তুললেও নিউজিল্যান্ড 'এ'-কে বড় রান করা থেকে আটকাতে পারল না ভারত 'এ'। ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টের তৃতীয় দিনে ৩৪৬ রানের জবাবে ৪২৪ রান তুলে নিল স্বাগতিকেরা। ফলে প্রথম ইনিংসে ৭৮ রানের লিড পেয়ে গেল নিউজিল্যান্ড।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকট, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ওএফসি-কন্টেনার-এইচডব্লুএইচ ২৬; কাজের নাম :** হাওড়া ডিভিসনে পুরনো এবং অতি বয়স্ক ওএফসি কনটেনার/রুম-এর পুনর্বাসন; **দরপ্রস্তাব প্রদানের ব্যবস্থা:** সিঙ্গল প্যাকেট; **বিজ্ঞাপিত মূল্য :** ৩,৮০,৬৩,৮৩৬.১৮ টাকা; **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন :** ৭,৬১,৩০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য; **অফারের বৈধতা :** ৬০ দিন; **দরপ্রস্তাব বিভাগ :** এস অ্যান্ড টি; **দরপ্রস্তাব পদ্ধতি :** প্রতিটি তালিকার জন্য একক দরহার; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ১২ মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৫/১১/২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে; **দরপ্রস্তাব শুরুর তারিখ :** ১১.১১.২০২৬। দরপ্রস্তাবদাতাগণ তাঁদের প্রকৃত/ সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-426/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in - এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইপিডি/ডব্লু/সিওএন/ ৫৪০০/টিএফপি/০১/২৬-২৭ কাঁচরাপাড়া, তারিখ : ২৭.১০.২০২৬। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি)/ পূর্ব রেলওয়ে কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘর- কাঁচরাপাড়া, পিন - ৭৪৩১৪৫ কর্তৃক অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট থেকে ই-টেন্ডারের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে, **টেন্ডার নং : ইপিডি/ডব্লু/ সিওএন/৫৪০০/টিএফপি/০১/২৬-২৭, স্থান সহ কাজের বিবরণ :** ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সমূহর ৫৪০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার (কপার কয়েল)-এর পুনর্বাসন, পরিমাণ : ৩২ টি; **আনুমানিক কাজের মূল্য :** ৬,৬৭,০৫,৯৪৫.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য; জিসিসি, এপ্রিল'২০২২-এর ধারা নং ৩ অংশ নং ১-এর অধীনে সকল টেন্ডারদাতাকে বিনামূল্যে ই-টেন্ডার ফর্ম প্রদান করতে হবে। **যে কার্যালয় থেকে ই-টেন্ডারের উদ্যোগ গৃহীত তার ঠিকানাঃ** ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট/ পূর্ব রেলওয়ে/ কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ,



টার্গেট



হাতের মুঠোয় ক্লার্কশিপ

পর্ব ১

নতুন সরকারের জমানায় থেমে থাকা পরীক্ষাগুলো আবার হতে শুরু করেছে। আগামী ডিসেম্বরের শুরুতেই হতে চলেছে পিএসসির ক্লার্কশিপ প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। হাতে গোনা মাত্র এক মাস। জানি দুর্গাপুজোর ঘোর এখনও কারোর কারোর মধ্যে রয়েছে। এই অল্প সময়ে কী ভাবে তুমি ক্লার্কশিপ পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবে, তাই জানালেন, ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের পদস্থ আধিকারিক এবং সরকারি-চাকরি সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থের জনপ্রিয় লেখক অনিন্দ্য কিশোর।



ক্লার্কশিপের শেষ ৩০ দিন

পরীক্ষার হলে সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। পাশের পরীক্ষার্থী একের পর এক উত্তর করছে, অথচ তোমার চোখ আটকে একই প্রশ্নে। মেধার অভাব নয়। সমস্যা প্রস্তুতির দিশায়। ডিসেম্বরের গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গ পিএসসি-র ক্লার্কশিপ প্রিলিমিনারির আগে এখন আর বইয়ের পাহাড় জমানোর সময় নেই। প্রয়োজন প্রশ্নের স্বভাব চেনা, নিজের দুর্বলতা খুঁজে বার করা এবং বাকি দিনগুলিকে নম্বর তোলার পরিকল্পনায় বদলে ফেলা।

প্রথমেই প্রশ্নপত্রের মানচিত্র

এখন নতুন অধ্যায়ের তালিকা লম্বা করার বদলে বিগত বছরের প্রশ্ন খুলে বসো। কোন বিষয় থেকে কত প্রশ্ন এসেছে, কোথায় একই ধরনের প্রশ্ন ঘুরে এসেছে, আর কোন অংশে অনুশীলনের ঘাটতি রয়েছে; সেই হিসাবেই তৈরি হোক পড়ার রুটিন। প্রশ্ন হুবহু ফিরে আসবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু পরীক্ষার ধরন বুঝতে অতীতের প্রশ্নপত্র অমূল্য।

৬০ নম্বরের ভিত শক্ত করো

ইংরেজি ও পাটিগণিত থেকে ৩০টি করে, মোট ৬০টি প্রশ্ন; এই স্থির বিন্যাসই প্রস্তুতির প্রধান সূত্র। প্রতিদিনের সবচেয়ে মনোযোগী সময়টুকু রাখো এই দুই বিষয়ের জন্য। ইংরেজিতে প্রিপোজিশন, টেন্স, আর্টিকেল, সাবজেক্ট,ভার্ব এগ্রিমেন্ট ও বাক্যরূপান্তর আগে ঝালিয়ে নাও। ২০২৩-এর চারটি সেটে বাক্যরূপান্তর ১২টি, ইডিয়ম ১১টি এবং ফ্রেজাল ভার্ব ১০টি প্রশ্ন ছিল। ২০০৯-এর তুলনায় ২০২৩-এ ব্যাকরণনির্ভর প্রশ্নের অনুপাতও উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। তাই শুধু নিয়ম মুখস্থ নয়, প্রতিটির প্রয়োগ শেখো। ভুল বাক্য সংশোধন ও বাক্যের অর্থ অপরিবর্তিত রেখে রূপান্তরের অনুশীলন করো।

অঙ্কে শতকরা, লাভ-ক্ষতি, সুদ, অনুপাত ও গড়ের ধারণা পরিষ্কার করে সময়,কাজ, সময়, দূরত্ব এবং সংখ্যাতত্ত্বে যাও। ২০২৩-এর সেটগুলিতে সময়,দূরত্ব,গতিবেগ থেকে ১৫টি, সংখ্যাতত্ত্ব থেকে ১২টি প্রশ্ন এসেছে। শর্টকাটের আগে বুঝতে হবে মূল পদ্ধতি। ২০০৯-এর প্রশ্নের তুলনায় মৌলিক পাটিগণিতের সরাসরি প্রশ্নের অংশও কমেছে। কাজেই শুধু পরিচিত অঙ্কের পুনরাবৃত্তি নয়, নতুন ছকে প্রশ্ন দেখলে কী ভাবে শুরু করবে, সেই অভ্যাস গড়ে তোলো। প্রতিদিন ঘড়ি ধরে মিশ্র অঙ্ক কষলে একই সঙ্গে বাড়বে গতি ও নির্ভুলতা।

জিকে-তে বাছাই করাই বুদ্ধিমানের

সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে সরকারি প্রকল্প, নতুন আইন, পুরস্কার, খেলাধুলা ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়, আন্তর্জাতিক খবর মাসভিত্তিক সাজাও। স্ট্যাটিক জিকে-তে খেলাধুলা, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সদর দফতর এবং দেশ,রাজধানী, মুদ্রাকে অগ্রাধিকার দাও। বিশ্লেষণ অনুযায়ী আটটি সেটে স্ট্যাটিক জিকে-র ৬৮টি প্রশ্নের মধ্যে ২৩টিই খেলাধুলার। তবে পুরোনো প্রবণতা দেখে সাম্প্রতিক বিষয় বাদ দেওয়া চলবে না।

বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোলের প্রস্তুতি হবে নির্বাচিত কিন্তু নিয়মিত। ২০১৯-এ বিজ্ঞানের প্রশ্ন ছিল না, অথচ ২০২৩-এ ছিল ১৯টি; তার মধ্যে পদার্থবিদ্যার ১০টি। দৈনন্দিন জীবনের বিজ্ঞান ও প্রয়োগমূলক ধারণা অনুশীলন করো। ইতিহাসে জাতীয় আন্দোলন এবং বাংলার ইতিহাস, ভূগোলে নদী,বাঁধ,হ্রদ, জলসম্পদ, সংস্কৃতিতে বাংলার ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুরুত্ব দাও। দশটি সেটে পশ্চিমবঙ্গ-সম্পর্কিত প্রশ্নের সংখ্যা ছিল ৩৮; তাই রাজ্যের ইতিহাস, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি এবং উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক তথ্য আলাদা করে ঝালিয়ে নাও। সংবিধান, পরিবেশ, অর্থনীতিতে গড় প্রশ্ন কম হলেও একেবারে ফাঁকা রেখো না।

এক প্রশ্ন থেকে তৈরি হোক নতুন প্রস্তুতি

পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নের উত্তর জানলেই অনুশীলন শেষ নয়। ধরা যাক, কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দফতর প্রশ্নে এসেছে। সঙ্গে তার প্রতিষ্ঠা-সাল, প্রধান কাজ ও সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও জেনে নাও। এমন 'অনুরূপ প্রশ্ন' অনুশীলন একই বিষয়কে নানা কোণ থেকে দেখতে শেখায়। প্রতিটি ভুলের কারণ আলাদা খাতায় লিখবে। পরীক্ষার আগের সপ্তাহে সেই খাতাই হবে সবচেয়ে কার্যকর পুনরাবৃত্তির উপকরণ।

তিরিশ দিনের প্র্যাকটিক্যাল রুটিন

প্রথম দশ দিন দুর্বল অধ্যায়ের ভিত্তি মেরামত ও জরুরি সূত্র আয়ত্ত করার জন্য। পরের বারো দিনে বিগত প্রশ্ন, অনুরূপ প্রশ্ন এবং বিষয়ভিত্তিক সময় মেপে অনুশীলন। শেষ আট দিনে পূর্ণাঙ্গ মকটেস্ট ও ভুল সংশোধন। শুধু নম্বর নয়, প্রতি পরীক্ষায় কোন প্রশ্নে বেশি সময় চলে যাচ্ছে, তা-ও খেয়াল করো। প্রশ্নের ক্রম বছরভেদে বদলেছে; হলে ঢুকে প্রশ্নপত্র দেখে নিজের শক্তিশালী অংশ বেছে শুরু করবে। নেগেটিভ মার্কিং ও ওএমআর পূরণের নিয়ম সরকারি নির্দেশিকা থেকে মিলিয়ে নেবে। প্রবেশপত্রের তথ্য, পরীক্ষাকেন্দ্র ও রিপোর্টিংয়ের সময়ও আগে থেকে দেখে রাখবে। এক মুহূর্তের অসতর্কতায় প্রস্তুতির ফল নষ্ট হতে দেওয়া চলবে না। নেগেটিভ মার্কিং-এর বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রেখো।

বই হোক ভিত্তি, মোবাইল থাকুক সহায়ক

ইউটিউবের ভিডিয়ো দ্রুত সন্দেহ কাটাতে পারে। কিন্তু লাগাতার কনটেন্ট দেখাকে পড়াশোনা ভাবলে ভুল হবে। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই দিয়ে মূল ধারণা পরিষ্কার করো। পরীক্ষাভিত্তিক প্রশ্ন ও অনুশীলনের জন্য মানসম্মত গাইড বেছে নাও। টেকনো ওয়ার্ল্ডের 'হাতের মুঠোয় ক্লার্কশিপ' সেই কাজে সহায়ক হতে পারে। বইটির একটি অভিনব বৈশিষ্ট হল, হাজারের ওপর অনুরূপ PYQ-র সমাহার। এই অনুরূপ PYQ তোমার প্রস্তুতিতে গেমচেঞ্জার হতে পারে। বই যেটিই পড়ো, উত্তর যাচাই করবে এবং ভুলগুলি শুধরে নেবে।

শেষ বিচারে সাফল্য নির্ভর করবে কত বই সংগ্রহ করলে তার উপর নয়, কতটা বুঝে শিখলে তার উপর। নিয়মিত অনুশীলন, যুক্তিসংগত বাছাই আর ঠান্ডা মাথার পরীক্ষা-কৌশলই পারে শেষ মাসটিকে ফলপ্রসূ করে তুলতে।

বিগত ৮টি প্রশ্নপত্রের ট্রেন্ড অ্যানালিসিস

বিষয়	প্রশ্নসংখ্যার রেঞ্জ	গড় প্রশ্নসংখ্যা	গড় গুরুত্ব
ইংরেজি	৩০	৩০	অত্যন্ত স্থির
পাটিগণিত	৩০	৩০	অত্যন্ত স্থির
সাম্প্রতিক ঘটনাবলি	৭–১৩	৯.১	উচ্চ, পরিবর্তনশীল
স্ট্যাটিক জিকে ও বিবিধ	১–১৬	৮.৫	উচ্চ, অস্থির
সাধারণ বিজ্ঞান	০–১৭	৫.৬	অনিয়মিত
ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি	২–৯	৪.১	মাঝারি
ভূগোল (ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ)	৩–৬	৪.২	মাঝারি
ইতিহাস	২–৭	৪.৪	মাঝারি
সংবিধান ও রাজনীতি	১–৩	১.৮	স্বল্প
পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র	১–৩	১.৫	স্বল্প, আবশ্যিক
অর্থনীতি	০–৩	০.৮	অতি স্বল্প

এটি অতীতের আটটি প্রশ্নপত্রের প্রবণতা, আগামী পরীক্ষার প্রশ্নবণ্টনের নিশ্চয়তা নয়। তবে সময় বণ্টনে এর গুরুত্ব যথেষ্ট।

পুলিশে কনস্টেবল নিয়োগ বেকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে

ড. জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

গত ১৫ টা বছর পশ্চিম বঙ্গ দুর্নীতির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছেছিলো । শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কর্মসংস্থানের নামে চলেছে দেদার দুর্নীতি। বিশেষ করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিক্ষক, দমকল, পৌরসভার নিয়োগে টাকার লেনদেনে প্রকৃত মেধাদের বঞ্চিত হতে হয়েছে। এর প্রভাব ছিলো সুদুর প্রসারি। বাংলার শিক্ষিত বেকার যুব সমাজের কাছে এটা ছিলো চরম অভিশাপ। গত ১৫ বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা নেওয়া হয়নি । শেষদিকে দুটি নেওয়া হলেও নিয়োগ দেওয়া হয়নি। যারা মেধা তালিকায় থেকেও নিয়োগ পায়নি , তারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে চলেছে তাদের নিয়োগের জন্য । কর্মশিক্ষা এবং শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে অবৈধভাবে মমতা মন্ত্রীসভা নিউমেরিক্যাল পোস্টের অনুমোদন দিয়েছিলো। তাদের মধ্যে অনেককে নিয়োগের চিঠিও দিয়েছিলো। কিন্তু আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা হওয়ায়, তাদের আর শিক্ষক হওয়ায় স্বপ্ন পূরণ হয়নি। অথচ তারা ছিলো যোগ্য প্রার্থী। তাদের জায়গায় নিয়োগে দুর্নীতি করে টাকার বিনিময়ে বহু অযোগ্যদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো। এইসব নিয়োগ নিয়ে হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত মামলা টেনে নিয়ে গেছে মমতা ব্যানার্জীর তৃনমুল কংগ্রেস সরকার। তারপর একদিন পশ্চিম বাংলার শিক্ষা জগতে কালো দিন নেমে আসে , যেদিন সুপ্রীম কোর্ট ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল ঘোষণা করে । এইসব শিক্ষক কি সবাই টাকার বিনিময়ে চাকরি নিয়েছিলো ? না, তা ঠিক নয়। বহু যোগ্য শিক্ষক ছিলেন , যারা প্রায় ৮-৯ বছর শিক্ষকতা করেছেন। প্রথমে হাইকোর্ট রাজ্য সরকার , স্কুল সার্ভিস কমিশন, এবং শিক্ষা দপ্তরকে অযোগ্যদের তালিকা অর্থাৎ যারা টাকার বিনিময়ে চাকরি নিয়েছিলো , তাদের তালিকা জমা দিতে বলে । কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশন কিছুতেই তাদের তালিকা জমা দেয়নি হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই এবং ইডি তদন্তে নেমে কয়েক হাজার অযোগ্য প্রার্থীর নামের তালিকা জমা দিয়েছিলো। হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি অযোগ্যদের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলো। কিন্তু রাজ্য সরকার তার রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করে । এইভাবে রাজ্য সরকার উকিলদের পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে গেছে অযোগ্য প্রার্থীর চাকরি বাঁচাতে।

পাহাড় সমান দুর্নীতির ফলে এবং রাজ্যের নারী নিরাপত্তা দিতে না পারার জন্য আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের কর্মরত পড়ুয়ার কর্মরত অবস্থায় নৃশংস খুনের ঘটনা , গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃনমুল কংগ্রেসকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে রাজ্যে পরিবর্তন এনেছে। এই প্রথমবার পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাসে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। নির্বাচনের আগে বিজেপির সংকল্প পত্রে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, গত পাঁচ মাসে তারা ধাপে ধাপে পূরণ করছে।

প্রথমতঃ বাংলায় গত ১৫ বছরে স্কুল এবং সরকারি চাকরিতে কয়েক হাজার শিক্ষক এবং সরকারি কর্মী অবসর নিয়েছেন। কিন্তু তার বদলে কোনো নিয়োগ হয়নি । ফলে সরকারি এবং সরকার প্রোষিত স্কুল গুলিতে শিক্ষক শূণ্যতায় ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনার মান তলানিতে চলে গেছে। নিয়োগ বন্ধ এবং যাও বা হয়েছে, তা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির জন্য হাইকোর্ট ও পরে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে বাতিল হয়ে যায়। এর প্রভাব পরে শিক্ষা জগতে । ছাত্র ছাত্রীরা লেখা পড়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে । এরফল দেখা যায় স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ, কোলকাতার বড় বড় কলেজে, যেমন প্রেসিডেন্সির মতো কলেজে আসন শূন্য পরে আছে । সরকারি বিএড এবং বিপিএড কলেজে এবছর তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে অর্ধেকেরও কম সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এর কারণ একটাই , শিক্ষায় গত সরকারের আমলে যে দুর্নীতি হয়েছে , তাতে রাজ্যের যুবসমাজ শিক্ষায় অনীহা প্রকাশ করছে ।

নতুন সরকারের পাঁচ মাসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি এখনো পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছেন , তাতে যুবসমাজ তথা শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা আশার আলো দেখছে । মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো গত গত ১২ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে পুজোর আগেই ১১,০০০ নিয়োগ পত্র কোলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নব নিযুক্ত কনস্টেবলদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি আরো জানান নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে আরো ৯ হাজার পুলিশ কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে জানান। তিনি বলেন কনস্টেবল নিয়োগের সাথে সাথে কোলকাতা পুলিশের জন্য ৩০০ জন সাব-ইন্সপেক্টর নির্বাচিত হয়েছেন । এদের নিয়োগও দ্রুত দেওয়া হবে বলে জানান। তাই যারা গত এক দশকেরও বেশী সময় ধরে পুলিশের চাকরির জন্য মাঠে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন , তারা নিশ্চয়ই এই নিয়োগ দেখে অনুপ্রাণিত হবেন । তাই বাংলার মানুষ গত দেড় দশক ধরে যে দুর্নীতি দেখে অভ্যস্ত, এই নিয়োগ তাদের কাছে এক বিশুদ্ধ বাতাস। আশা করি, যারা পুলিশে চাকরি করতে চাও, তোমরা আবার পুরো উদ্যমে একদিকে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার জন্য মাঠে দৌঁড়ানো এবং অন্যান্য শরীর চর্চা শুরু করতে শুরু করবে, অন্যদিকে লিখিত বা ভাইভার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে । নতুন বিজেপি সরকারের এই পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের বাহবা পাবে, সরকার আরো শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াবে ।

এছাড়াও রয়েছে আরও অনেক চাকরির সুযোগ

এক ঝাক চাকরি । পশ্চিম বঙ্গে সরকার পরিবর্তন হতেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে শূন্য পদের খতিয়ান চেয়ে পাঠিয়েছেন । এরমধ্যে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের শূন্য পদ যেমন আছে, তেমনি আছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য শিক্ষকপদও । আছে উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের করনিক এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীও। শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা আশায় বুক বাঁধতে পারেন । এবার আর আগের মতো চাকরি চুরির ভয় নেই বলেই মনে হয়। শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন , যা জনমানসে আশার সঞ্চার করেছে । তেমনি চাকরির পরীক্ষাগুলিও প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হবে বলে সকলের প্রত্যাশা । মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 'ব্রেন ড্রেন' হতে দেবেন না । অর্থাৎ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের অন্য রাজ্যে বা বিদেশে যেতে দেবেন না । তাহলে এখন থেকে চাকরি প্রার্থীদের প্রস্তুত হতে হবে পুরোদমে । ইতিমধ্যেই নতুন সরকার মোট শূন্য পদের সংখ্যা জানিয়ে দিয়েছেন । সব ধরনের শূন্য পদ রয়েছে । যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী এখনই প্রস্তুতি শুরু করতে হবে । দীর্ঘদিন পর সরকারি পদে চাকরির পরীক্ষা হতে চলেছে। গত পনেরো বছরে কয়েক লক্ষ পদ খালি হয়েছে । পূর্বতন তৃনমুল সরকার শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী নিয়োগের নামে কোটি কোটি টাকা চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে আদায় করেছে। কিন্তু তাদের চাকরি বাঁচাতে পারেনি। সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে ২৫, ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে । সেখানে যে সবাই টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছে, তা কিন্তু নয়। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের ঐ নির্দেশে বহু যোগ্য প্রার্থীরও চাকরি চলে গেছে। কারণ হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশন বা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরকে অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া সত্বেও তা জমা না করায়। এছাড়াও পৌরসভা, দমকল এবং তৃণমুল সরকারের আমলে যেসব চাকরি হয়েছে , তার কোনো নিয়োগই বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। এমনকি সরকারি কলেজও এর বাইরে নয়।

এবার বাংলায় এসেছে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। ইতিমধ্যেই তিনি বেকার সমস্যার ত্রিস্তরীয় সমাধানের পরিকল্পনা করেছেন। তিনি বলেছেন, শুধু সরকারি চাকরি দিয়ে এতো বেকারের সুরাহা করা যাবে না। তিনি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের এক লক্ষ সরকারি পদে নিয়োগের কথা বলেছেন । ইতিপূর্বেই তিনি সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কাছে শূন্য পদের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন । তাই তার প্রথম লক্ষ্য সরকারি পদে নিয়োগ স্বচ্ছতার সাথে করা। এক লক্ষের মধ্যে অর্ধেক নেওয়া হবে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী । তাই যারা শিক্ষকতার মতো একটি পবিত্র পেশায় আসতে চান, তারা নিজেকে তৈরী করুন। বিজ্ঞানের জন্য অপেক্ষা নয় । তার প্রস্তুতি শুরু হোক আজই। আমরা সবাই আশা করছি পূর্বতন সরকারের মতো নিয়োগে দুর্নীতি হবে না । অতীতে যারা নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত , তারা সবাই হয় জেলে, নইলে জামিনে বাইরে আছেন। আমরা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার অপেক্ষায় আছি।

শিক্ষকের অভাবে অনেক স্কুল উঠে গেছে । আবার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিভাগে অনেক শিক্ষক অবসর নেওয়ায় এবং ঐ বিষয়ের নতুন শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় ছাত্র ছাত্রীরা সমুহ সমস্যার মধ্যে রয়েছে। ঐ বিষয়টি পড়ানোর কোনো শিক্ষক নেই। অর্থাৎ যে স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ আছে , সেই স্কুলের রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত, জীব বিদ্যার শিক্ষক অবসর নিলে নতুন নিয়োগ না হওয়ায় ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষক বিহীন হয় পরে । একই ভাবে কলা বা বাণিজ্য বিভাগেও তাই । এরফলে ছাত্র ছাত্রীদের লেখা পড়ায় বিঘ্ন ঘটে । আবার স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে কোনো শারীর শিক্ষক নিয়োগ করাই হয়নি । তাই এবার উচ্চ মাধ্যমিকের যে বিষয়ের শিক্ষকগণ অবসর নিয়েছেন , আশা করা যায় তার পরিপূরক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে । একটা বিষয় অদ্ভুত লাগে, গত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক বা সিলেবাস কমিটির সদস্যদের এই ধরনের চিন্তা ভাবনায়। তারা উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করলো অথচ শিক্ষক দেওয়া হলো না । এরকম দৃষ্টান্ত ভূ-ভারতে আছে বলে জানা নেই। এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও শারীর শিক্ষার পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হলো, কিন্তু কোনো শারীর শিক্ষার শিক্ষক দেওয়া হলোনা। এরা কারা ছিলেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাথা ? গত ১৫ বছরে শিক্ষা , স্বাস্থ্য , কর্মসংস্থান তলানিতে। তার প্রধান কারণ সঙ্কুচিত কর্মসংস্থান। স্বাস্থ্য দপ্তরেও নেওয়া হবে বহু স্বাস্থ্য কর্মী। তাই যারা নার্স , প্যাথোলজির বিভিন্ন বিভাগের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তারাও আশায় বুক বাঁধতে পারেন । আর অবশ্যই নিতে হবে উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষার শিক্ষক ।

তাই যারা শিক্ষকতায় আসতে চায়, তাদের নিজ নিজ বিষয়ে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে। শুধু শিক্ষকতা নয় অন্য দপ্তরের জন্য চাই শূন্য পদ পূরণ । তাই সরকারি বিজ্ঞপ্তি বেড়নোর আগে থেকেই নিজেক প্রস্তুত করুন। গতকাল মুখমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাংলার বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য যে ত্রিস্তরীয় সমাধানের কথা বলেছেন , তার দ্বিতীয়টি হলো শিল্পে কর্মী নিয়োগ। ইতিমধ্যেই পশ্চিম বঙ্গের শিল্পের খড়া কাটাতে উঠে পরে কাজ করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তার শিল্প মন্ত্রী তাপস রায়। গত ১৫ বছরে কোনো শিল্প আসেনি রাজ্যে। তাই বড় বড় শিল্প এলে প্রয়োজন হবে দক্ষ শ্রমিকের । এভাবেও বহু বেকার ছেলেমেয়েরা তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারে। এছাড়া তিনি বলেছেন, বাংলার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা ব্যবসায় আসুক। সরকার তাদের অল্প সুদে ঋন দিয়ে স্বাবলম্বী করার সুযোগ দেবে।

তাই বঙ্গে সরকার পরিবর্তন হতেই কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত হতে চলেছে। এটাকে কাজে লাগাতে হবে চাকরি প্রার্থীদের ।

প্রকৃত শিক্ষা দেয় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধশক্তি

ডাঃ শামসুল হক

জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে ওঠার জন্য একজন ছাত্রের অতি অবশ্যই প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিখুঁত বোধশক্তিও। আর সেটা হল এমন ই অদৃশ্য এক অনুভূতি যাকে স্পর্শ করা সম্ভব না হলেও তার বলে বলীয়ান হয়ে একটা শিশু তার শৈশবকাল থেকে যৌবন এবং তারপর তার নিজস্ব জীবনের প্রতিটি সিঁড়ি অতিক্রম করতে পারবে একেবারে নিজের বলে বলীয়ান হয়েই। তবে হ্যাঁ, তার লক্ষ্যের গতিপথটা হতে হবে অতি অবশ্যই স্বচ্ছ এবং তার সীমানাও নির্দিষ্ট থাকতে হবে একটা সীমাবদ্ধ কেন্দ্রবিন্দুরই মাঝে । সেই সময় অভিভাবকদের থাকতে হবে সদা সতর্ক। কারণ তাঁদের সঠিক নির্দেশ নামা ছাড়া কারও পক্ষে কখন ও তার ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

অত এব আপনার সন্তান কে একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে দেখতে চাইলে অতি অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে তার শৈশব জীবনের নিজস্ব আগ্ হ এবং চাওয়া পাওয়ার প্রতিও । কারণ তার অতি মূল্যবান সেই সময়টাই তো তার নিজস্ব জীবনের ভীত গঠনের উপযুক্ত সময় এবং তখন থেকেই শুরু তার স্বপ্ন দেখাও। আর সেই স্বপ্ন রাজ্যে বাস করতে



করতেই সে চিনে নিতে শিখবে নতুন জগতকে এবং ঠিক করে নেবে নিজের লক্ষ্য ও। কিন্তু সেটা সঠিক না বেঠিক সেটার নির্ণায়ক কিন্তু হতে হবে আপনাকেই।

সব অভিভাবকদেরই মনে রাখতে হবে যে, লক্ষ্য বিনা একজন শিশুর পক্ষে কখনই তার নিজস্ব জীবনের সাফল্যের শীর্ষাদেশে আরোহণ করা সম্ভব নয়। তাই তীক্ষ্ম নজর রাখতে হবে কোন বিষয়ের উপর তার পড়াশোনার আগ্ হ বেশি এবং লক্ষ্য রাখতে হবে অন্য আর কোন কোন কাজকর্মের প্রতি আগ্রহ অপেক্ষাকৃত বেশি । তাহলে কিছুটা হলেও মিলবে পারে তার নিজস্ব লক্ষ্যের আভাসও ।

এই লক্ষ্য হল এমনই এক অবলম্বন যার উপর আস্থা রাখলে একজন উৎসাহী মানুষকে যেমন সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। ঠিক তেমনই আবার অনাগ্রহীরাও পেয়ে যেতে পারে উপযুক্ত জবাবও। তাই প্রত্যেকেরই মনে রাখা প্রয়োজন যে, লক্ষ্য কখনও একটা অলীক স্বপ্ন হতে পারে না। সেটা এমনই মূল্যবান একটা উপলব্ধি যে সেটা বদলে দিতে পারে একজন মানুষের জীবনের গতিপথটাও ।

শিক্ষা জীবনের একেবারে প্রাথমিক পর্বেই নিতে হবে সেই সিদ্ধান্ত। আর সেই সময়ই আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে আপনার সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় নির্বাচনও। অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন অত ছোট বয়সে এতকিছু ভাবার সত্যিই কি প্রয়োজন আছে? বিশেষজ্ঞদের স্পষ্ট জবাব, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে। কারণ আপনার ইচ্ছের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করার জন্য সেই ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে একেবারে তার শৈশব কালেই । প্রত্যেক বাবা মা নিশ্চয়ই চান যে, তাঁদের সন্তান যেন তাদের জীবনযুদ্ধে অতি অবশ্যই সফল হয়। কিন্তু সেজন্য তার শিক্ষার মূল বিষয়টুকুও ঠিক করে নিতে হবে তার বালক বেলাতেই। একটা শিশু একটু একটু করে বেড়ে ওঠে, শুরু করে স্কুলে যাতায়াতও ।

আর তারই মাঝে একটু একটু করে রপ্ত করে ফেলে তার পছন্দের বিষয় এবং অন্যান্য আরও অনেক কিছুই। একটু চেষ্টা করলে বাড়ির লোকজন সেটা বুঝে নিতেও পারেন।

সুতরাং সেইসময়ই প্রত্যেক বাবা মায়ের উচিত মনযোগ সহকারে তাদের সব কথা শোনা এবং তার উপর ভিত্তি করেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া । তাতে আগামী দিনে তার চলার পথটা নিশ্চয়ই অনেক সুগম হবে এবং মনযোগ দিতে পারবে তার নিজের বিষয়ের উপরও ।

তারপর প্রকৃত শিক্ষায় বিকশিত হবে তার মন । বাড়বে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও। ফলে তার মনের ভিতরের চিন্তা শক্তি বাড়বে। নিজস্ব চিন্তাশক্তির বলে বলীয়ান হয়েই নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে তার শিক্ষা দীক্ষার গতিপ্রকৃতিও। বলাই বাহুল্য, সেই পথ অনুসরণ করে চললে সে একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে।